[১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৬

ভূমিকা

'আশাকানন' ১২৮৩ বঙ্গাব্দে (বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দেওয়ার তারিখ ৩০ মে ১৮৭৬) প্রকাশিত হইলেও ইহা যে তিন বৎসর পূর্বে ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩) রচিত হইয়াছিল, প্রকাশক উমাকালী মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বিজ্ঞাপনে" তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭২। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

> আশাকানন। [সাঙ্গ-রূপক-কাব্য] শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ও শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। রায় যন্ত্র, নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন, শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৬ সাল।

এই allegorical কাব্যটি লিখিয়া, প্রকাশ করিতে হেমচন্দ্রের সঙ্কোচ ছিল। 'বীরবাহু' কাব্যে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকেই একটি কল্পিত কাহিনীর মধ্য দিয়া বড় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিচিত্ত তাহাতে সম্পূর্ণ প্রসন্ন হয় নাই। তিনি মানবের কাব্য, জগতের কাব্য লিখিতে চাহিলেন। 'আশাকানন' সেই ইচ্ছার ফল। তবু তিনি স্বদেশকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই, বাল্মীকির সাক্ষাতে দেশমাতার দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন।

শশাঙ্কমোহন সেন 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থের (১৯১৫) দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৭-৯) এবং শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'হেমচন্দ্র' পুস্তকের (১৩২৭) দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৪৪-৫৬) 'আশাকাননে'র বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'আশাকাননে'র প্রথম সংস্করণ মাত্র দেখিয়াছি। গ্রন্থকারের জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীভুক্ত 'আশাকাননে'র সহিত প্রথম সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া আমাদের পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আশাকানন

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আশাকানন একখানি সাঙ্গ-রূপক কাব্য। মানব-জাতির 'প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যত: সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধক। এই ইংরাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ কোনও শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নাই; এবং কোনও বিচক্ষণ পণ্ডিতের নিকট অবগত হইয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষাতেও অবিকল প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তবে আলঙ্কারিকেরা যাহাকে 'অপ্রস্তুত প্রশংসা' বলিয়া উল্লেখ করেন, যৌগিকার্থে তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে; কিন্তু সাঙ্গ-রূপক শব্দ সম্যক্ অর্থবোধক হওয়াতে তাহাই ব্যবহার করা হইল।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। কিন্তু কবি নানা কারণে সঙ্কুচিত হইয়া পুস্তকখানি প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এ প্রকার কাব্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ থাকিতে পারে; এবং অনেক স্থলে কবিগণের আশঙ্কাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। হেম বাবুর সুললিত লেখনীবিনিঃসৃত কাব্যরসাস্বাদনে সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি ইহার মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সর্ব্বথা ঈদৃশ কাব্য বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

খিদিরপুর
১লা মে, ১৮৭৬

শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায়

প্রথম কল্পনা

আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাঁহার সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে প্রাণিসংপ্রবাহ।

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর;
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর;
বিন্ধ্যগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশ দেশান্তরে চলে;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে;
পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ-কবি
ফুটায়ে কবিতা কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি;
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী।
সেই দামোদর তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি;
দশ দিশ ভাতি পড়িছে কিরণ
আকাশ মেঘের গায়,
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিবিধ
গগনে চারু শোভায়;

গগন-ললাটে চূর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল ;
পড়ে তরু-শিরে তৃণ-লতা-দলে
রঞ্জিয়া প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,
সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত
চিন্তায় আকুল মন ;
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে,
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত ;
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন-প্রমাদে সংসার-ভাবনা
পাসরিনু সমুদয় ;
ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই,
আসি কত দূর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই ;
অতি মনোহর কানন রুচির
যেন সে গগন-কোলে
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে,
বরণ হরিত বিটপে ভূষিত
সরল সুন্দর দেহ,

বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে
রোপিলা যেন বা কেহ।
শোভে বন-মাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায়;
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত সে তড়াগে ভাসে;
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে;
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি,
মৃণাল উপাড়ি খায়;
রৌদ্র সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায়;
তড়াগ-সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে;
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে;
দুলিয়া দুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে;
উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
বেড়ায় কমলদলে;
শ্যামা দেয় শীস্ বন হৃষ্ট করি,
ভ্রমে সে ললিত তান;
প্রতিধ্বনি তার পূরি চারি দিক্
আনন্দে ছড়ায় গান;
ঝরে সুমধুর কোকিল-ঝঙ্কার
সকল কাননময়,
মধুবৃষ্টি যেন ঘন কুহুরবে
শ্রুতি বিমোহিত হয়।

তড়াগের তীরে হেরি এক প্রাণী
বসিয়া সুদিব্যকায়া,
করেতে মুকুর হাস্তিতে হাসিতে
হেরিছে আপন ছায়া !
মনোহর বেশ নিরখি সে প্রাণী
ক্ষণেক নহে সুস্থির,
নেহারি মুকুর নিমিষে নিমিষে
আনন্দে যেন অধীর ;
অপরূপ সেই মুকুরের শোভা
কত প্রতিবিম্ব তায়
পড়িছে ফুটিয়া হেরিছে সে প্রাণী
হইয়া বিহ্বল-প্রায় ।
জিজ্ঞাসি তাহারে আসিয়া নিকটে
কিবা নাম কোথা ধাম,
বসিয়া সেখানে কি হেতু সেরূপে
করি কিবা মনস্কাম ।
হাসিয়া তখন কহিলা সে প্রাণী
"আমারে না জান তুমি,
আশা মম নাম স্বরগে নিবাস
এবে এ নিবাস-ভূমি ;
মানবের দুঃখে অমরের পতি
পাঠাইলা ভূমণ্ডলে ;
দেবরাজ দয়া করিয়া মানবে
আমায় আসিতে বলে ;
থাকি চিরকাল সুখে স্বর্গপুরে
ধরাতে কিরূপে আসি,
মরতে কেমনে স্বর্গের বিরহ
সহিব তাঁহে জিজ্ঞাসি ;
শুনি শচীপতি করি আশীর্ব্বাদ
হাতে দিলা এ দর্পণ,

কহিলা 'দেখিবে ইথে যবে মুখ
পাবে সুখ তত ক্ষণ ;
যে পরাণী ইথে দেখিবে বদন
পাইবে অতুল সুখ,
যাও ধরাতলে তাপিলে হৃদয়
দর্পণে দেখিও মুখ' ;
তদবধি আমি আছি ভূমণ্ডলে
পুরী সৃজি এই স্থানে ;
মানবের দুঃখ নিবারি জগতে
জুড়াই তাপিতপ্রাণে ;
যখন হৃদয়ে স্বর্গের সৌন্দর্য্য
দেখিতে বাসনা হয়,
নিরখি দর্পণ তুষি সে বাসনা,
শীতল করি হৃদয়।
হেরি চিন্তা-রেখা ললাটে তোমার,
হবে বা তাপিত জন,
ভুলিবে যাতনা ভাবনা সকলি
এ পুরী কর ভ্রমণ।"
ছাড়িয়া নিশ্বাস কহিনু আশায়,
"কিবা এ নবীন স্থান
দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক,
নহে এ তরুণ প্রাণ।"
আশা কহে "তবু কভু ত সে পুরী
কর নাই পরিক্রম,
চল সঙ্গে মম, দেখ একবার,
ঘুচুক চিত্তের ভ্রম।
জানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব,
যে বাসনা ধর মনে—
পূরাব বাসনা সকল তোমার,
প্রবেশ আমার বনে ;

দেখাব সেখানে কত কি অদ্ভুত,
কত কিবা অপরূপ,
দেখে নাই যাহা নয়নে কখন
স্বপনে কোন সে ভূপ ;
থাকিবে কাননে স্বরগে যেমন,
কাঁদিতে হবে না আর ;
শোক চিন্তা তাপ ভুলিবে সকল,
ঘুচিবে প্রাণের ভার।”
বচনে আশার পাইয়া আশ্বাস
পশ্চাতে তাহার সনে
যাই দ্রুতগতি হৈয়ে কুতূহলী
প্রবেশিতে সে কাননে।
আসি কিছু দূর দাঁড়াইলা আশা
হাসিয়া মধুর হাসি,
পরশি তর্জ্জনী মম আঁখিদ্বয়ে
কহিলা মৃদুল ভাষি ;
“হের বৎস, হের সম্মুখে তোমার
আমার কাননস্থল,
কাননের ধারে হের মনোহর
ধারা কিবা নিরমল।”
নিরখি সম্মুখে আশার কানন
প্রক্ষালিত ধারা-জলে ;
স্বচ্ছ কাচ যেন সলিল তাহাতে
উছলি উছলি চলে ;
কখন উথলি উঠিছে আপনি,
কখন হইছে হ্রাস,
মণি-পদ্ম কত, মণির উৎপল
ধারা-অঙ্গে সুপ্রকাশ ;
খেলে ধারা-নীরে তরী মনোহর
হীরকে রচিত কায়,

প্রাণী জনে জনে একে একে একে
কত যে উঠিছে তায় ;
বিনা কর্ণ দণ্ড ভ্রমে সে তরণী
খেয়া দিয়া ধারা-নীরে ;
উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন
পরপারে রাখে ধীরে।
উঠে তরী'পরে প্রাণী হেন কত
যুবা বৃদ্ধ নারী নর,
মনোরথ-গতি খেলায় তরণী
ধারা-নীরে নিরন্তর।
গগনে যেমন দামিনীছটায়
কাদম্বিনী শোভা পায়,
প্রাণী সে সবার বদন তেমতি
প্রদীপ্ত সুখ-প্রভায়,
চিত-হারা হৈয়ে হেরি কত ক্ষণ
প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ
দশ দিক্ হৈতে আসে সেই স্থানে
তরণী করিয়া লক্ষ্য।
আশা কহে হাসি চাহি মুখপানে
"কি হের সম্বিদ্-হারা,
আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী
তাহারই এমনি ধারা—
হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে,
নাচিছে হৃদয় কত ;
বাসনা-পীযূষ পানে মত্ত মন
চলে মাতোয়ারা মত ;
নন্দনে যেমন নিমেষে নূতন
নবীন কুসুম ফুটে,
নিমেষে তেমতি ইহাদের চিতে
নবীন আনন্দ উঠে ;

দেখেছ কি কভু কখন কোথাও
তরী হেন চমৎকার,
পরশে পরাণে বিনাশে বিরাগ,
ঘুচায় প্রাণের ভার ;
উঠ তরী'পরে, বুঝিবে তখন
এ কাননে কত সুখ ;
নন্দন-সদৃশ রচেছি কানন
ঘুচাতে প্রাণীর দুখ।"
এত কৈয়ে আশা ধরিয়া আমারে
তুলিলা তরণী'পর ;
অমনি সে ধারা- সলিল উথলি
চলে দ্রুত থর থর ;
দেখিতে দেখিতে পূরিয়া দু কূল
ছল ছল চলে জল ;
দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া
ফুটিল কত উৎপল ;
চলিল তরণী গতি মনোহর,
মধুর মুরলীধ্বনি
বাজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে
তরীতে সদা আপনি ;
ভুলিলাম যেন এ বিশ্ব-ভুবন
করতলে স্বর্গ পাই।
চারি দিকে যেন মণিময় পুষ্প
নিরখি যেখানে চাই।
শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিমূলে
"দেখ রে নয়ন মেলি,
কলঙ্ক-বিহীন মানব-মণ্ডলী
ধরাতে করিছে কেলি ;
স্বর্গতুল্য এবে হয়েছে পৃথিবী,
স্বর্গের মাধুরীময়,

দ্বেষ, হিংসা, পাপ বৰ্জ্জিত পরাণী,
নির্ম্মল শুচিহৃদয়।”
হেরি যেন মর্ত্ত্যে তেমতি তরুণ,
তেমতি নবীন ভাব
ধরেছে মানব যে দিন বিধির
হৃদি-পদ্মে আবির্ভাব;
নাহি যেন আর সেই মর্ত্ত্যপুরী,
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা
ভস্ম করে নরে, হুতাশ-অঙ্গারে,
অনলে যথা মক্ষিকা;
হৃদয়-মন্দিরে যেন অভিনব
কিরণ প্রকাশ পায়,
চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল
কোলে আনে পুনরায়;
কত যে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী
উঠিল তখন মম,
ভাবিলে সে সব, এখনও অন্তরে
সহসা উপজে ভ্রম!
কত দূর আসি ভাসি হেন রূপে
তরণী হইল স্থির,
পরপারে আসি আশা সহ সুখে
উতরি ধারার নীর;
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন
হেরি মনোহর স্থান;
বহিছে সতত শীতল পবন
বিস্তারি মধুর ঘ্রাণ;
তরু-ডালে ডালে পূর্ণ-প্রকাশিত
সুরভি কুসুমদল;
চন্দ্রমার জ্যোতি- সদৃশ কিরণে
উজ্জ্বল কাননস্থল;

পল্লবে বসিয়া পাখী নানা জাতি
মধুর কূজিত করে;
নাচিয়া নাচিয়া গ্রীবা-ভঙ্গি করি
ময়ূর পেখম ধরে;
কুহু কুহু কুহু কুহরে গলায়
কোকিল প্রমত্ত ভাব,
মুহু মুহু মুহু তনু-স্নিগ্ধকর
সুগন্ধ সুধার স্রাব;
সরোবর-কোলে প্রফুল্ল কমল,
কুমুদ, কহ্লার ফুটে,
গুঞ্জরিয়া অলি কুসুমে কুসুমে
আনন্দে বেড়ায় ছুটে;
চলেছে সেখানে প্রাণী শত শত
সদা প্রমুদিত প্রাণ,
সুমধুর সুরে পূরে বনস্থলী
আনন্দে করিয়া গান;
কেহ বা বলিছে "আজ নিরখিব
কুমুদরঞ্জন শোভা,
উঠিবে যখন গগনেতে শশী
জগজন-মনোলোভা;
আজি রে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে
মধুর চাঁদের কর,
কোমল করিয়া কুসুম সে করে
রাখিব হৃদয়'পর;
তাহার উপরে রাখিয়া প্রিয়ারে,
কত যে পাইব সুখ।
কখন হেরিব গগনে শশাঙ্ক,
কখন তাহার মুখ।"
কহে কোন জন বেণুরবে সুখে
"কোথা পাব হেন স্থান;

জগত-দুর্লভ রাখিয়া এ নিধি
নিরখি জুড়াই প্রাণ।
দিলা যে গোঁসাই এ হেন রতন
যতনে রাখিতে ঠাঁই
ভূমণ্ডল মাঝে নিরজন হেন
নয়নে দেখিতে নাই।"
কেহ বা বলিছে "হায় কত দিনে
পাব সে কাঞ্চন-ফল;
নাহি রে সুন্দর দেখিতে তেমন
খুঁজিলে অবনীতল।
সে দুর্লভ ফল কি যে অপরূপ
দেখিতে কিবা সুন্দর,
বুঝি ক্ষিতিতলে অনুরূপ তার
নাহি কিছু সুখকর।
পাই দরশন নয়নে কেবল
না লভি আস্বাদ কভু,
হায় মধুময় কিবা সে আনন্দ,
কিবা সে আঘ্রাণ তবু;
না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সুখ,
ঘুচিবে সকল ভয়,
কভু যদি পাই করিব পৃথিবী
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়;
ভাবনা কি ছার, ছার চিন্তা, রোগ,
সে ফল যদ্যপি মিলে,
বিনিময়ে তার জীবন পরাণী
ক্ষোভ নাহি বিকাইলে।"
চলে কত জন সুখে করে গীত,
বলে "কবে পাব যশ,
পরিয়া শিরেতে শোভিব উজ্জ্বল,
ধরণী করিব বশ;

পৃথিবী-ভিতরে দ্বিতীয় রতন
কে আছে তেমন আর—
হীরা মণি হেম চিকণ মৃত্তিকা,
কেবল যখের ভার !"
বাজিছে কোথাও জয় জয় নাদে
গম্ভীর দুন্দুভি-স্বর,
চলে প্রাণিগণ করিয়া সঙ্গীত
কম্পিত মেদিনী'পর।
বলে "প্রভাকর আজি কি সুন্দর
হেরিতে গগন-ভালে,
আজি মত্ত নদী মাতঙ্গ-বিক্রমে
হের কি তরঙ্গ ঢালে।
আজি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোর
হেরিতে আনন্দ কত,
আজি ধরা তব হেরি অবয়ব
কিবা সুখ অবিরত।
তোল হৈম ধ্বজা গগনের কোলে
কেতনে বিদ্যুৎ জ্বাল—
লেখ ধরাতলে কৃপাণের মুখে
মানব জিনিবে কাল ;"
বলিয়া সুসজ্জ তুরঙ্গ-উপরে
ভর করি কত জন,
চলে দ্রুতবেগে শাণিত কৃপাণ
করে করি আকর্ষণ।
দশ দিক্ হৈতে কত হেনরূপ
সঙ্গীত শুনিতে পাই ;
হরষ উল্লাসে উন্মত্ত পরাণ
প্রাণী হেরি যত যাই।
যথা সে জাহ্নবী তরঙ্গ নির্ম্মল
ছাড়িয়া শিখরতল,

ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারিতে,
শীতল করি অঞ্চল ;—
ছোটে কল কল ধ্বনি নীরধারা
ধরণী পরশে সুখে,
বিবিধ পাদপ নানা শস্য ফল,
বিস্তৃত করিয়া বুকে ;
খেলে জলচর মীন নানা জাতি
সন্তরণ করি নীরে ;
পশু স্থলচর বিবিধ আকৃতি
সদা ভ্রমে সুখে তীরে ;
তীর-সন্নিহিত বিটপে বিটপে
পাখী করে সুখে গান ;
লতা গুল্মরাজি বিকাসে সৌরভ
প্রফুল্লিত করি প্রাণ ;
ভ্রমে তটে তীরে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
সদা প্রমুদিত মন,
আনন্দিত মনে নীরে করে স্নান
সদা সুখে নিমগন ;—
যথা সে জাহ্নবী ভারত-শরীরে
বহে নিত্য সুখকর,
বহে নিত্য এথা নিরখি তেমতি
আনন্দ-সুধা-লহর ।
দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক্
প্রাণিগণ চলে তায়,
যুবা বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষ রমণী
ক্ষিতি পূর্ণ জনতায় ;
চলে থাকে থাকে কাতারে কাতার
পিপীলির শ্রেণী মত ;
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে
পরিপূর্ণ পথি যত ।

নিরখি কৌতুকে চাহিয়া চৌদিকে
সাগরের যেন বালি—
চলে প্রাণিগণ ঢাকি ধরাতল,
চলে দিয়া করতালি ;
অশেষ উৎসাহ আনন্দ আশ্বাসে
সকলে করে গমন,
দেখিয়া বিস্ময়ে পূরিয়া আশ্বাসে
আশারে হেরি তখন ;
জিজ্ঞাসি তাহায় "এরূপ আনন্দে
প্রাণী সবে কোথা যায়,
কি বাসনা মনে চলে কোন্ স্থানে
কি ফল সেখানে পায় !"
আশা কহে শুনি হাসিয়া তখন
"চল বৎস, চল আগে,
প্রাণি-রঙ্গভূমি কর্ম্মক্ষেত্র নাম
নিরখিবে অনুরাগে ;
প্রাণী যত তুমি হের এই সব
সেইখানে নিত্য যায়,
বাসনা কল্পনা যাদৃশ যাহার
সেইখানে গিয়া পায়।
আশা-বাণী শুনি চলি দ্রুত বেগে,
আশা চলে আগে আগে,
আসি কিছু দূর দেখি মনোহর
পুরী এক পুরোভাগে।

দ্বিতীয় কল্পনা

[কর্ম্মক্ষেত্র—ছয় দ্বার—ছয় জন প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত—পুরী-পরিক্রম—প্রতি দ্বারে প্রহরীর আকৃতি ও প্রকৃতি দর্শন। ১ম দ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে সাহস, ৪র্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে উৎসাহ—পুরীমধ্যে প্রবেশ—পুরী-দর্শন—পুরীর মধ্যভাগে যশঃশৈল।]

চৌদিকে প্রাচীর অপূর্ব্ব নগরী
পাষাণে রচিত কায়া,
নিরখি সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত
প্রকাশিয়া আছে ছায়া ;
প্রাচীর-শিখরে প্রাণী শত শত
নিরখি সেখানে কত
বিচিত্র সুন্দর সামগ্রী ধরিয়া
ভ্রমে সুখে অবিরত ;
নিম্নদেশে প্রাণী করি ঊর্দ্ধ মুখ
কতই আকুল মন
চাহিয়া উচ্চেতে অধীর হইয়া
সদা করে নিরীক্ষণ—
রাজ-পরিচ্ছদ রাজ-সিংহাসন
সুবর্ণ রজত কায়,
প্রবাল মাণিক্য মণ্ডিত হীরক
কত দ্রব্য শোভা পায়।
আশা কহে "বৎস, অপূর্ব্ব এ পুরী
আমার কাননে ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাতে প্রাণের স্পৃহা,
এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার,
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে।
কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে
প্রবেশিতে নাহি পারে ;

আ(ই)সে যত জন প্রবেশ-মানসে
সেই পথে করে গতি,
যে পথে যাহারে করিতে প্রবেশ
দ্বারী করে অনুমতি।
দ্বারে দ্বারে হের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
আ(ই)সে প্রাণী কত জন,
একে একে সবে প্রতি দ্বারে দ্বারে
ক্রমশঃ করে ভ্রমণ।
চল দেখাইব এ পুরী তোমারে
আগে দেখ ষড়্ দ্বার,
কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি প্রহরী
গতি মতি কিবা কার।”
এত কৈয়ে আশা লইয়া আমায়
চলিল প্রথম দ্বারে;
নিরখি সেখানে যুবা এক জন
দাঁড়ায়ে দ্বারের ধারে;
দ্বার-সন্নিধানে প্রকাণ্ড মূরতি,
অচলের এক পাশে
সে যুবা পুরুষ ভুরু দৃঢ় করি
দাঁড়ায়ে দেখে উল্লাসে;
হেলিয়া পড়েছে অচল শরীর,
সে যুবা ধরিয়া তায়
তুলিছে ফেলিছে অবলীলাক্রমে
ভুরূক্ষেপ নাহি কায়;
কভু সে অচলে ভ্রুকুটি করিয়া
যুবা হেরে মাঝে মাঝে,
নিহত কপোত নিক্ষেপি অন্তরে
নিরখে যেমন বাজে।
দেখিয়া যুবার বিচিত্র ব্যাপার
বিস্ময়ে নিস্পন্দ হই,

বাণীশূন্য হয়ে প্রমাদে ক্ষণেক
স্তম্ভিত ভাবেতে রই ;
পরে কুতূহলে চাহি আশা-মুখ,
আশা বুঝি অভিপ্রায়
কহে "শক্তিরূপ প্রাণি-রঙ্গভূমে
এই দ্বারে হের তায় ;
অসাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে
যাহা ইচ্ছা তাহা করে ;
জন্ম দৈত্যকুলে মানবমণ্ডলী
পূজে এরে সমাদরে।"
কহিয়া এতেক হৈয়ে অগ্রসর
আসিয়া দ্বিতীয় দ্বার
আশা কহে "বৎস, দেখ এ দুয়ারে
প্রাণী এক চমৎকার।"
দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বসিয়া
বৃদ্ধ প্রাণী একজন,
করি হেঁট মাথা বালুস্তূপ পাশে
বালুকা করে গণন ;
গুণিয়া গুণিয়া শিখর-সদৃশ
করিয়াছে বালুরাশি,
আবার গুণিয়া লয়ে ভার ভার
ঢালিছে তাহাতে আসি ;
অন্য কোন সাধ অন্য অভিলাষ
নাহি কিছু চিত্তে তার,
অনন্য মানসে বালি গুণি গুণি
করিছে শৈল-আকার ;
অতি সাম্যভাব প্রকাশ বদনে
অণুমাত্র নাহি ক্লেশ,
অন্তরে শরীরে নহে বিকসিত
চাঞ্চল্য বিরক্তি লেশ।

আশা কহে "বৎস, ভুবনে প্রসিদ্ধ
ধরাতে সুখ্যাতি যার,
সে অধ্যবসায় প্রাণি-রঙ্গভূমে
চক্ষে দেখ এইবার।"

ক্রমে উপনীত তৃতীয় দুয়ারে
আসিয়া হেরি তখন,
দাঁড়ায়ে সে দ্বারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
করে দ্বারী-আরাধন ;
মহা কোলাহল হয় সেই দ্বারে
শস্ত্রধারী সর্ব্বজন ;
রবির আলোকে চমকে চমকে
অস্ত্রে অস্ত্র ঘরষণ ;
নিরখি নির্ভীক পুরুষ জনেক
দ্বারেতে প্রহরী-বেশ,
অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে বীর্য্য পরকাশি
চাহি দেখে অনিমেষ ;
সম্মুখে উন্মত্ত কেশরী কুঞ্জর
করে ঘোরতর রণ,
নিমগ্ন ভাবেতে সেই বীর্য্যবান্
করে তাহা দরশন ;
অটল শরীর আসি মধ্যস্থলে
দুই হাতে দোঁহে ধরে,
এক হাতে সিংহ, এক হাতে করী—
বেগ নিবারণ করে,
আবার উদ্রেক করিয়া উভয়ে
দেখে ঘোরতর রণ,
কেশরী কুঞ্জর লৈয়ে করে ক্রীড়া
মনসাধে অনুক্ষণ।
আশা কহে "দ্বারে দেখিছ যাহারে
সাহস তাহার নাম,

ইনি তুষ্ট যারে ধরা তুষ্ট তারে
মর্ত্ত্যে ব্যক্ত গুণগ্রাম।”
চতুর্থ দুয়ারে আশা আ(ই)সে এবে
কহে “বৎস, ধৈর্য্য দেখ,
প্রাণি-রঙ্গভূমে এর তুল্য প্রাণী
হেরিতে না পাবে এক,
দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত
কিবা সে প্রশান্ত ভাব,
এ মূর্ত্তি যে ভাবে পবিত্র হৃদয়ে
করে নিত্য সুখলাভ।”
বিস্ফারিত-নেত্র নিরখি সে দ্বারে
স্থিরদৃষ্টি এক জন
শূন্যে দৃষ্টি করি অন্তরের বেগ
সদা করে সম্বরণ;
ঘিরিয়া চৌদিকে ভুজঙ্গ তাহারে
দংশন করিছে কত,
এক(ই) ভাবে সদা তবু সে পুরুষ
গ্রীবাদেশ সমুন্নত,
মুখে নাহি স্বর নয়ন অপাঙ্গে
নাহি ঝরে অশ্রুকণা;
নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসারন্ধ্রে,
নহেক চঞ্চলমনা।
কতিপয় মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে
প্রবেশ করিছে হেরি,
দূরে দাঁড়াইয়া প্রাণী শত শত
আছয়ে সে দ্বার ঘেরি;
হেরি অপরূপ প্রাণী দ্বারদেশে
সম্ভ্রমে সুধি আশায়,
সেরূপে সেখানে কেন সে বসিয়া
ফণী দংশে কেন গায়।

শুনিয়া বচন ধীর শান্তমতি
ধৈর্য্য সে তখন কয়
"শুন বলি কেন হেন দশা মম
কিরূপে উদ্ভব হয়।
অদৃষ্ট সৃজন করিয়া বিধাতা
ভাবিয়া আকুল প্রাণ,—
অতি মধুময় মাধুরীতে তার
সর্ব্ব অঙ্গ নিরমাণ ;
যা বলেন বিধি তখনি সে সাধে
যারে করে পরশন
দেব, দৈত্য, প্রাণী তখনি অমনি
বশীভূত সেই জন ;
কিন্তু অঙ্গে তার ভুজঙ্গের মালা
পরাণী দেখিয়া ত্রাসে,
নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে
কেহ না কখন আসে ;
কি করেন বিধি ভাবিয়া অধীর
সৃজন বিফল হয়,
অদৃষ্টের কাছে প্রাণী কোন জন
সুস্থির নাহিক রয়।—
আমি দৈব-দোষে আসি হেন কালে
নিকটে করি গমন ;
না জানি যে বিধি কি ভাবিলা মনে
আমারে হেরি তখন ;
খুলি ফণিমালা অঙ্গ হৈতে তার
পরাইলা মম অঙ্গে,
কহিলা ভ্রমণ করিতে ভুবন
শরীরে বাঁধি ভুজঙ্গে ;
বিধাতার বাক্য না পারি লঙ্ঘিতে
ত্রিলোক ভুবনে ফিরি

ফণিমালা গলে, অঙ্গ বিষে জ্বলে,
দিবা নিশি ধীরি ধীরি ;
ব্রহ্মাণ্ড ভুবনে নাহি পাই স্থান
সুস্থির পরাণে থাকি,
শেষে আশা-পুরে আসি সুস্থ কিছু
এরূপে দুয়ার রাখি।
দেখি সুকুমার মানস তোমার
এ পুরী-ভ্রমণে তাপ
পাও যদি কভু, আসিও নিকটে,
ঘুচাইব সে সন্তাপ।"
শুনি ধৈর্য্য-বাণী হৈয়ে চমৎকৃত
চলিনু পঞ্চম দ্বার ;
নিরখি সেখানে প্রহরী জনেক
প্রাণী অতি খর্ব্বাকার,
বামন আকৃতি সেই ক্ষুদ্র প্রাণী
কোদালি করিয়া হাতে,
করিছে খনন ধরণী-শরীর
নিত্য নিত্য অস্ত্রাঘাতে,
খনন করিয়া তুলিছে মৃত্তিকা
রাশিতে রাখিছে একা,
কলেবরে স্বেদ ঝরিছে সতত,
বদনে চিন্তার রেখা।
শুনি সেই দ্বারে প্রাণি-কোলাহল
নিবিড় জনতা তায়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণী প্রবেশিছে
পতঙ্গ কীটের প্রায় ;
বসন-ভূষণ- বিহীন শরীর
ক্লেদ ঘর্ম্ম স্বেদ মলা,
অঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর
কেশজাল তাম্রশলা।

নিরখি তাদের আক্লিষ্ট বদন
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন বা সে সব প্রাণী সেই দ্বারে
সেরূপ আকার ধরি।
আশা কহে "বৎস, অন্য কোন পথ
যে প্রাণী নাহিক পায়,
কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে এই দ্বারে তারা
প্রবেশ করিতে চায়;
শ্রম নামে দুঃখী শুনিয়াছ তুমি
নরে তুচ্ছ যার নাম,
সেই শ্রম এই হের মূর্ত্তি তার
কষ্টে সিদ্ধ মনস্কাম।"
শুনি আশা-বাণী দুঃখিত অন্তরে
নিকটে তাহার যাই,
বিনয়ে নিবৃত্ত করিয়া শ্রমেরে
বারতা ধীরে সুধাই;
সান্ত্বনা-বাক্যেতে হৈয়ে সুশীতল
কহে দ্বারী খেদস্বরে,
বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থলে নিত্য
ঘর্ম্মবিন্দু ঘন ঝরে;
কহে "চিরদিন আমি এইরূপে
এই সে কোদালি ধরি,
ধরণী খনন করি অহরহ,
না জানি দিবা শর্ব্বরী,
প্রভাত ফুরায় আ(ই)সে অপরাহ্ন
আবার প্রভাত হয়,
তবু ক্ষণকাল এ ক্ষিতি খননে
আমার বিরাম নয়,
দিবস যামিনী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া
নিত্য যা সঞ্চয় করি,

যে মৃত্তিকা-রাশি পবনে উড়ায়
কিম্বা অন্যে লয় হরি ;
দশ বর্ষে যাহা তুলি আকিঞ্চনে
এক বাত্যাঘাতে নাশে,
না জানি কেন বা অদৃষ্টে আমার
এতই দুর্দ্দৈব আসে ;
আর আর দ্বারে দ্বারী হের যত
কেহ না বিঘ্ন পোহায়,
ধূলিমুঠি করে না করিতে তারা
সোনামুঠি হয়ে যায় ;
আমি যদি সোনা রাখি কণ্ঠে গাঁথি,
তখনি সে হয় ভস্ম,
শ্রমের ভাগ্যেতে নাই নাই শুধু,
কিবা অদ্য কি পরশ্ব ;
অই যে দেখিছ তব সঙ্গে আশা
কত কি করিবে দান,
বলিয়া আমারে আনিল এখানে
এবে সে দেখ বিধান।”
শুনি চাহি ফিরে আশার বদন
আশা ফিরাইয়া মুখ,
কহে “বৎস, চল যাই ষষ্ঠ দ্বারে,
অদৃষ্টে উহার দুখ।”
ফেলি দীর্ঘশ্বাস চলি আশা-সনে
অগ্রভাগে ষষ্ঠ দ্বার,
হেরি স্তম্ভপাশে ভীম মহাবল
প্রাণী সেথা চমৎকার ;
দাঁড়ায়ে দুয়ারে অতুল বিক্রমে
শূন্য পদে আছে স্থির,
করতলে ধরি আকাশ-মণ্ডল,
হুঙ্কার করে গম্ভীর ;

নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে সঘনে
অপরূপ তেজ তায়,
নিমেষে পরশে শরীর যাহার,
দেবশক্তি যেন পায় ;
প্রাণিগণ আসি দ্বারে উপনীত
হয় নিত্য যেই ক্ষণ,
সে নিশ্বাস-বেগে আবর্ত্ত আকারে
প্রবেশে পুরে তখন ;
যথা নদীগর্ভে ঘুরিতে ঘুরিতে
সলিল যখন চলে,
পড়িলে তাহাতে ভগ্নতরী-কাষ্ঠ
মুহূর্ত্তে প্রবেশে তলে,
এথা সেইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে
প্রাণী প্রবেশিছে তায়,
ক্ষণকাল স্থির কেহ দৃঢ় পদে
সেখানে নাহি দাঁড়ায় ;
প্রাণীর আবর্ত্তে পড়িতে পড়িতে
আশা দৃঢ় করে ধরি
রাখিল আমারে স্তম্ভ-বহির্দ্দেশে
যতনে সুস্থির করি।
বিস্ময়ে তখন কৌতুক প্রকাশি
আশার বদন চাই,
আশা কহে "বৎস, না হও চঞ্চল
আছি সঙ্গে ভয় নাই ;
এ মহাপুরুষ এই ষষ্ঠ দ্বারে
ভুবনে বিখ্যাত যিনি
উৎসাহ নামেতে অসম সাহস,
সেই মহাপ্রাণী ইনি।"
আশার বাক্যেতে উৎসাহ তখন
আনন্দে আগ্রহে অতি

বসায়ে নিকটে বলিতে লাগিল
সম্মুখে দেখায়ে পথি—
"এই পথে যাও কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে
না কর অন্তরে ভয়,
কে বলে ক্ষণিক মানব-জীবন?
জগতে প্রাণী অক্ষয়;
প্রাণি-রঙ্গভূমে ভ্রম তীব্র তেজে
শরীর অক্ষয় ভাব,
মৃত্যু তুচ্ছ করি জীবরঙ্গে মজি
দৈত্যের বিক্রমে ধাব;
শৈবালের জল স্বপন-প্রলাপ
নহে এ মানব-প্রাণ,
কীট কৃমি তুল্য আহার শয়ন
আত্মার নহে বিধান;
ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে এ মহীমণ্ডলে
জীবাত্মা বিধির সৃষ্টি;
সেই ধন্য প্রাণী, নিত্য থাকে যার
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি;
স্বকার্য্য সাধন নহে যত কাল
এ বিশ্ব-ভুবন মাঝে,
জ্ঞান বুদ্ধি বল ধন মান তেজ
দেহ প্রাণ কোন্ কাজে;
ধিক্ সে মানবে এখনও না পারে
প্রাণ সঞ্চারিতে জীবে,
এখন(ও) কৃতান্তে না পারে জিনিতে
সংহারি সর্ব্ব অশিবে:
কি কব এ তেজ সহিতে না পারে
নর-জাতি তেজোহীন,
নতুবা তাদের দেবতুল্য তেজ
করিতাম কত দিন।"

এত কৈয়ে ক্ষান্ত হইল উৎসাহ
নিশ্বাসে হুঙ্কার ছাড়ে ;
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণীর আবর্ত্ত
নিরখি আশার আড়ে ;
মুহূর্ত্তে শতেক সহস্র পরাণী
ঘুরিতে ঘুরিতে যায়,
দ্বারদেশে পশি তিলার্দ্ধেক কাল
ভূমিতে নাহি দাঁড়ায়।
বিস্ময়ে তখন আশার সংহতি
নগরে প্রবিষ্ট হই,
প্রবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন
স্তম্ভিত হইয়া রই ;
পরে নিরীক্ষণ করি চারি দিকে
প্রাণী হেরি রঙ্গভূমে,
শত শত প্রাণী শত শত ভাবে
গতি করে মহা ধুমে ;
নিরখি কোথাও কেতন সুন্দর
বহুমূল্য বিরচিত ;
কোথাও চিত্রিত রঞ্জিত বসনে
ধরাতল সুসজ্জিত ;
কোথা চন্দ্রাতপ অভ্র-শোভাকর
বিস্তৃত গগনভালে ;
কোথা যবনিকা চিত্রিত দুকূল
আচ্ছাদিত হেমজালে ;
মুকুতা-জড়িত বসনে আবৃত
তুরঙ্গ কুঞ্জর কত
পথে পথে পথে ক্ষিতি ক্ষুব্ধ করি
গতি করে অবিরত ;
হীরক-মণ্ডিত যান শত শত
পথে পথে করে গতি ;

জনতার স্রোতে নগর প্লাবিত
রজঃপরিপূর্ণ পথি ;
কোথা বা সুন্দর হেম মণিময়
আসন সজ্জিত আছে ;
প্রাণী লক্ষ লক্ষ করি কর যোড়
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে ;
বসিয়া আসনে প্রাণী কোন জন
হেমদণ্ড করতলে,
আকাশ বিদীর্ণ, ঘন জয়ধ্বনি,
প্রাণিবৃন্দ কোলাহলে ;
হেরি স্থানে স্থানে বসি কত জন,
শিরস্ত্রাণে জ্বলে মণি,
ইঙ্গিতে কটাক্ষ হেলায় যে দিকে
সেই দিকে স্তবধ্বনি ;
কোথা বা সুসজ্জ তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে
কেহ করে আরোহণ,
বান্ধিয়া কটিতে হিরণ্য-মণ্ডিত
অসি লগ্ন সারসন ;
কোটি কোটি প্রাণী ইঙ্গিত-কটাক্ষে
চৌদিকে ছুটিছে তার,
করিছে গর্জ্জন, অসি নিষ্কাসন,
ভীষণ ঘন চীৎকার ;
কোন দিকে পুনঃ হেরি কত বামা
অন্তরে ভাবিয়া সুখ
বাঁধিছে কবরী বিননী বিনায়ে,
হাসিরাশি মাখা মুখ ;—
কেহ বা কুসুমে পাতিছে আসন
কোমল ধরণীতলে,
বসিছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী
সিঞ্চিয়া সুগন্ধি জলে ;

কেহ বা চিকণ পরিয়া বসন
করতলে মণিমালা
দুলাইছে ধীরে, বাজুতে ঘুংঘুর,
বাহুতে বাজিছে বালা ;
চলে কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে
চারু কলা যেন শশী,
যুবা কোন জন আঁকে রূপ তার
ধীরে ধরাতলে বসি ;
চলে কোন বামা রাঙ্গা পদতল
পড়ে ধরণীর বুকে,
যুবা কোন জন কোমল বসন
সম্মুখে পাতিছে সুখে,
নিরখি কোথাও নারী কোন জন
বসিয়া ধরণীতলে,
কোলে সুকুমার হেরে শিশুমুখ
ব্যজন করি অঞ্চলে ;
প্রসন্ন-বদন দাঁড়ায়ে নিকটে
হৃদয়বল্লভ তার,
হেরে প্রিয়ামুখে, কভু শিশুমুখে
মৃদু হাসি অনিবার ;
হেরি কোনখানে প্রণয়ীর ক্রোড়ে
প্রমদা সোহাগে দোলে ;
শশচিহ্ন যথা পূর্ণ ষোল কলা
শোভে শশাঙ্কের কোলে ;
কোথাও দাঁড়ায়ে প্রাণী কোন জন,
ঘেরে তার চারি পাশ
চাতক যেমন আছে শত জন
বদনে প্রকাশ আশ ;
আনন্দে মগন সেই সুখী প্রাণী
ধরিয়া কাঞ্চনডালা,

পূরি করতল করে বিতরণ
বিবিধ রতন-মালা ;
তনয় তনয়া নিকটে যাহারা
বান্ধব যতেক জন,
বদন তাঁহার ভাবি শশধর
সুখে করে নিরীক্ষণ ;
কোথাও আবার ধূলি-ধূসরিত
সহস্র সহস্র প্রাণী
করিছে ক্রন্দন ভার-ভগ্ন দেহ
শিরে করাঘাত হানি ;
যুবা, বৃদ্ধ, শিশু স্বেদ-আর্দ্র বপু,
বসনবিহীন কায়,
অনশনে ক্ষীণ, শিরে কক্ষে ভার,
কত কোটি প্রাণী যায় ;
হাসে খেলে কত কাঁদে কত প্রাণী
ভাবে বসি কত জন,
কেহ অন্ধকারে, কেহ বা মাণিক-
কিরণে করে ভ্রমণ ;
কত অপরূপ, কত কি অদ্ভুত,
রহস্য এরূপ কত
দেখি চক্ষু মেলি প্রাণি-রঙ্গভূমে
চলিতে চলিতে পথ।

তৃতীয় কল্পনা

রঙ্গোদ্যান—আকাঙ্ক্ষা-ভবন—তন্নিবাসীদিগের নৃশংস ব্যবহার ও কঠোর রীতি নীতি।

চলিতে চলিতে হেরি এক স্থানে
অপূর্ব্ব নব অঞ্চল,
তরুশিরে ফল অতি মনোহর
কনকের পত্রদল।
ছুটেছে সে দিকে কত শত প্রাণী
কত শত আসি কাছে,
ফল পত্র হেরি তরুর শিখরে
ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে আছে।
কোথাও তরুতে ঝরিছে রজত
বহিছে সুরভি বাস,
প্রাণিগণ তায় ঘেরিয়া চৌদিকে
করিছে কত উল্লাস।
আশ্চর্য্য প্রকৃতি তরু সে সকল,
ঘুরিছে প্রদেশময়,
কভু মধ্যদেশে, কভু প্রান্তভাগে,
তিলেক সুস্থির নয়;
ভ্রমিছে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে
প্রাণী হেরি কত জন,
তরু সরি সরি চলে যেই দিকে
সে দিকে করে গমন;
ভ্রমে কত তরু, ভ্রমে তরু-পার্শ্বে
প্রাণী হেন কত শত,
সদা ঊর্দ্ধশ্বাস, সদা ঊর্দ্ধবাহু,
অবিশ্রান্ত, অবিরত;
ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায় পথে নাহি চায়
তরু না পরশে তবু,

ছুটিতে ছুটিতে ত্যজি নাভিশ্বাস
তরুমূলে পড়ে কভু।
কত তরু পুনঃ দেখি স্থানে স্থানে
স্থির হৈয়ে সেথা আছে ;
ঘোর বিসম্বাদ মহা গণ্ডগোল
হয় নিত্য তার কাছে ;
কত যে দুর্ব্বাক্য অশ্রাব্য কটূক্তি
সতত সেখানে হয়,
শুনিতে জঘন্য, ভাবিতে জঘন্য,
মুখেতে বক্তব্য নয়।
কোন প্রাণী যদি করে আকিঞ্চন
পরশিতে তরু-অঙ্গ,
আঘাত, চীৎকার, কতই প্রকার
কে দেখে সে প্রাণিরঙ্গ!
দেখিলে তখন সে সব বিকট
ক্রূরমতি ভয়ঙ্কর,
মনে নাহি লয় সেই সব জন
বসুন্ধরাবাসী নর।
সবার বাসনা উঠে তরু'পরে,
উঠিতে না পায় কেহ,
এমনি অদ্ভুত বিপরীত মতি
প্রাণীরা পিশাচদেহ ;
কেহ যদি কভু সহি বহু ক্লেশ
উঠে কোন তরু'পরে,
তখনি চৌদিকে শত শত জন
তারে আক্রমণ করে,
ফেলে ভূমিতলে পাদ পৃষ্ঠ ধরি
খণ্ড খণ্ড করে তূর্ণ,
নখ-দন্তাঘাতে নির্দ্দয় প্রহারে
অস্থি মুণ্ড করে চূর্ণ ;

আরোহী যে জনে না পারে ধরিতে,
অস্ত্রে কাটে হস্ত পদ,
এমনি বিষম বাসনা দুরন্ত
এমনি ঈর্ষা দুর্ম্মদ ;
তবু সে পরাণী উঠে তরুশিরে
আনন্দে কাঞ্চন বাঁধে ;
ফুটিয়া বসন থাকিয়া থাকিয়া
মণি-আভা নেত্র ধাঁধে ;
ছিন্ন হস্ত পদ কত প্রাণী হেন
হেরি সেথা তরু'পরে
উঠে অকাতরে কত তরু বাহি
ক্ষত অঙ্গে রক্ত ঝরে ;
সে রুধির-ধারা নাহি করে জ্ঞান
প্রাণী সে কাঞ্চন পাড়ে,
কনকের পাতা কনকের ফল
যতনে বসনে ঝাড়ে।
এইরূপে সেথা উঠে নিত্য প্রাণী,
কভু আইসে কোন জন
অতি দূর হৈতে সে প্রাণিমণ্ডলী
নিমিষে করি লঙ্ঘন ;
বিজুলির গতি উঠে তরু'পরে
কেহ না ছুঁইতে পায়,
তরুর শিখরে উঠেছে যখন
তখন সকলে চায়।
তরু হৈতে পুনঃ রতন পাড়িয়া
নামে শেষে ধরাতলে ;
তরুতলস্থিত প্রাণিগণ এবে
কেহ নাহি কিছু বলে ;
যায় দম্ভ করি দেখায়ে রতন
ভয়ে সবে জড়সড়,

না পারে ছুঁইতে না পারে চলিতে
চরণে যেন নিগড়।
বুঝিয়া তখন মম চিত্তভাব
আশা কহে "বৎস, শুন
ভেবো না বিস্ময় এই তরুদলে
এমনি আশ্চর্য্য গুণ—
ছলে কিম্বা বলে কিম্বা সে কৌশলে
যে পারে উঠিতে শিরে,
তাহারে এখানে কভু কেহ আর
পরশিতে নারে ফিরে;
অন্তরে দাঁড়ায়ে শ্বাপদ যেমন
গর্জ্জিবে তখন সবে;
অথবা নিকটে আসিয়া সত্বরে
পদধূলি তুলি লবে।"
জিজ্ঞাসি আশারে এত কষ্টে সবে
রতন সঞ্চয় করে;
কি বাসনা সিদ্ধি, কিবা মোক্ষপদ,
কোথা পায় পুনঃ পরে।
আশা কয় "এথা আসিতে আসিতে
দেখিলে যতেক জন
দিব্যাসনে বসি দিব্য মণি শিরে
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ;
দেখিলা যতেক মাতঙ্গ ঘোটক
হেম রৌপ্যময় যান;
দেখিলা যতেক দাতা ভোক্তা প্রাণী
ভুঞ্জে সুখে পদ মান;
এই তরু শস্য পত্রাদি চয়ন
আগে করি গেলা তারা,
তাই সে এখন ভোগে সে ঐশ্বর্য্য
ধরাতে আশ্চর্য্য ধারা।"

বলিতে বলিতে আশা চলে আগে
পশ্চাতে পশ্চাতে যাই,
সে অঞ্চল মাঝে আসি এক স্থানে
চকিত অন্তরে চাই।
দেখি সেইখানে প্রাণী কত জন
ভ্রমিছে প্রমত্তভাব;
দামিনীর ছটা মুখেতে যেমন
নিত্য হয় আবির্ভাব;
করেতে উলঙ্গ করাল কৃপাণ
ঝকিছে তড়িদ্‌বৎ;
নক্ষত্র-পতন- বেগেতে তাহারা
ছুটি ভ্রমে সর্ব্বপথ;
কেহ অশ্ব'পরে করি সিংহনাদ
ঝড়গতি সদা ফিরে,
যেন অভিলাষ গগনমণ্ডল
আকর্ষণ করি চিরে;
কেহ চলে দন্তে উন্মত্ত কুঞ্জরে
ক্ষিতি কাঁপে টল টল,
বৃংহতি-নির্ঘোষ ছাড়িয়া কর্কশ
চলে দর্পে মদকল;
কেহ মত্তমতি ধায় পদব্রজে
তরঙ্গ যে ভাবে ধায়,
তুলি দীপ্ত অসি ঘন, শূন্যপথে,
বজ্রধ্বনি নাসিকায়;
হেন মত্তভাব প্রাণী সে সকল
ভ্রমে নিত্য সেই স্থানে,
পদতলে দলি ক্ষুব্ধ ধরাতল
গগনে কটাক্ষ হানে;
নিরখি সেখানে কাচ-বিনির্ম্মিত
কত চারু অট্টালিকা—

চারু শুভ্র ভাতি প্রভা মনোহর
প্রকাশে যেন চন্দ্রিকা ;
হৈম ধ্বজদণ্ডে শত শত ধ্বজা
শ্বেত রক্ত নীল পীত
অট্টালিকা-চূড়ে উড়িছে সতত
গগন করি শোভিত।
ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ নিকটে
সবে উপনীত হয়,
না চিন্তি ক্ষণেক করে আরোহণ
চিত্তে ত্যজি মৃত্যুভয়।
প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শৃঙ্খল
আরোপিত কাঁধে কাঁধে,
লম্ফে লম্ফে এরা সে প্রাণি-শৃঙ্খলে
শিখরে উঠে অবাধে ;
উঠে যত দূর ক্রমে গৃহচূড়া
উঠে তত শূন্য ভেদি ;
অসম সাহসে প্রাণী সে সকল
উঠে অভ্র-অঙ্গ ছেদি ;
উঠে যেন ক্রমে দূর অন্তরীক্ষে
আকাশে মিলিত হয় ;
ঘেরি যেন দেহ সৌদামিনী সহ
জলদ সুস্থির রয়।
কোন বা প্রাসাদ মাঝে মাঝে কভু
অতি গুরুতর ভারে
পড়ে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া
চূর্ণ কাচ চারি ধারে ;
প্রাণীর সোপান, আরোহী সে জন,
কাচ-বিনির্ম্মিত গেহ
নিমিষে অদৃশ্য নাহি থাকে কিছু,
নাহি থাকে প্রাণী কেহ।

না পড়ে যাহারা উঠিয়া শিখরে,
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে ;
পড়িছে প্রাসাদ চারি দিকে যত
নিরখি আনন্দ বাড়ে।
সে প্রাসাদমালা উপরে আশ্চর্য্য
প্রাণী এক হেরি ভ্রমে,
বিজুলির লতা ক্রীড়া করে যেন
প্রাসাদশিখরে ক্রমে।
আরোহী প্রাণীরা নিকটে আইলে
মুকুট তুলিয়া ধরে ;
অধৈর্য্য হইয়া প্রাণী সে সকল
কিরীট শিরেতে পরে ;
পরিয়া উজ্জ্বল কিরীট মস্তকে
বেগে নামে ধরাতলে ;
ছাড়িয়া হুঙ্কার কাঁপায়ে মেদিনী
মহাদম্ভ তেজে চলে ;
বলে গর্ব্ব করি "পৃথিবী সৃজন
বল সে কাহার তরে,
না যদি সম্ভোগ করিবে এ ধরা
কেন বিধি সৃজে নরে।
সুর-বীর্য্য ধরি যে আসে মহীতে
তাহারি উচিত হয়
ভুঞ্জিতে ধরাতে ঐশ্বর্য্য প্রতাপ,
পশু যারা ভাবে ভয়।
ধর্ম্ম লৈয়ে ভাবে পাবে কর্ম্ম-ফল
পাবে মোক্ষপদ, হায়!
মর্ত্ত্যে ইন্দ্রালয় করিতে পারিলে
স্বর্গপুরী কেবা চায়।"
হেন গর্ব্বভাব চলে দর্প করি
প্রাণী সে সকল হেরি,

অশ্রুত নয়নে শত শত প্রাণী
চলে চারি দিক্ ঘেরি ;
কেহ বলে কোথা জনক আমার,
কেহ বলে ভ্রাতা কই,
কেহ বলে ফিরে দেও ধরানাথ
নাহি সে সম্বল বই।
এইরূপে কত রমণী বালক
ক্রন্দন করিয়া ধীরে,
গলবস্ত্র হয়ে চলে কৃতাঞ্জলি
সঙ্গে সঙ্গে সদা ফিরে।
না শুনে সে বাণী সে ক্রন্দনস্বর
সে প্রাণী শার্দ্দূল-প্রায়
অসি হেলাইয়া চমকে চমকে
উন্মত্ত ভাবেতে ধায় ;
যে পড়ে সম্মুখে কি পুরুষ নারী
কিবা বৃদ্ধ শিশু প্রাণী
খণ্ড খণ্ড করে তখনি সে জনে
শাণিত কৃপাণ হানি।
দেখিলাম কত শিশু এইরূপে
কত যে অনাথা নারী
করিল বিনাশ সদা-মত্ত-মন
সেই সব অস্ত্রধারী ;
নাহি করে দয়া প্রাণে নাহি মায়া
কত প্রাণী হেন বধে,
কমল-কোরক শুণ্ডেতে ছিঁড়িয়া
হস্তী যেন চলে মদে ;
কেহ উত্তরাস্যে কেহ বা পশ্চিমে
পূর্ব্ব দিকে কোন জন,
দেখি সেই সব উন্মত্ত পরাণী
দাপটে করে গমন ;

উত্তর পশ্চিমে প্রাণী দুই এক
কিঞ্চিৎ সঙ্কোচে যায়,
কেশরি-গর্জ্জনে পূর্ব্ব দিকে হায়
ছুটে কত মহাকায়।
দেখিয়া তখন হৃদয়ে যেমন
রুধির হইল জল ;
যেন বিষপানে জ্বলিল পরাণ,
দেহ হৈল শূন্যবল।
কহিনু আশায় এই কি তোমার
আনন্দ-কানন-স্থান!
আসিলে এখানে জুড়ায় তাপিত
হৃদয় শরীর প্রাণ!
ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহে আশা
"শুন রে বালকমতি,
আমার সেবক প্রাণী যত এথা
এ নহে তাদের গতি ;
দুরাকাঙ্ক্ষা নামে দুরাত্মা পরাণী
কখন পশে এথায়,
দুর্দ্দম প্রতাপ দাপট তাহার,
নিবারিতে নারি তায় ;
ভুলাইয়া প্রাণী ফেলয়ে কুপথে
অহি সম পূর্ণ-ছল,
বারেক যাহারে সে জন পরশে
করে তারে করতল ;
নাহি থাকে আর অধিকার মম
সে প্রাণী পশ্চাতে ধায়,
নাহি জানি পরে হয় কিবা গতি
বৃথা সে দোষ আমায় ;
চল এই দিকে দেখিবে সেখানে
কিবা এ পুরী-মহিমা,

কেন এত জন প্রবেশে পুরীতে
ভাবিয়া এত গরিমা।"
আমি কহি, চল ওই দিকে যাই
শুনি যেন কোলাহল,
নিরখিব কিবা কেন কোলাহল
হয় পুরি সে অঞ্চল।
অনেক নিষেধ করিলা আমারে
সে পথে যাইতে আশা;
তবু কোন ক্রমে সম্বরিতে নারি
পরাণীর সে পিপাসা।
অনন্য-উপায় শেষে আশা মোরে
লইয়া সে দিকে যায়;
নিকটে আসিয়া অতি ধীরে ধীরে
প্রচ্ছন্ন ভাবে দাঁড়ায়।
দেখি সেইখানে তনু অস্থিসার
প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা;
শত গ্রন্থিময় বস্ত্র ধূলিপূর্ণ
মলিন বপুতে পরা;
ধূলিপিণ্ডবৎ খাদ্য কিছু হাতে,
কণা কণা করি তায়
বাঁটিছে সকলে চারি দিকে প্রাণী
ঘোর কোলাহলে ধায়;
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সদৃশ ছুটিছে
যুবা বৃদ্ধ কত প্রাণী,
বিলম্ব না সয় বণ্টন করিতে
কাড়ি লয় বেগে টানি;
ক্ষুধানলে জ্বলে জঠর সবার
কি করে অন্নের কণা,
পরস্পরে সবে করে কাড়াকাড়ি,
নিবারে ক্ষুধা আপনা।

কত যে করুণ শুনি ক্ষুণ্ন স্বর
কত খেদবাক্য হায়!
শুনে স্থির-চিত্তে বারেক যে জন
জনমে না ভুলে তায়।
দেখিলাম আহা কত শিশুমুখ
বিশুষ্ক পুষ্পের মত,
কত অন্ধ খঞ্জ রমণী দুর্ব্বল
চেয়ে আছে অবিরত;
অশ্রুজলে ভাসে গণ্ড বক্ষঃস্থল
জনতা ভেদিতে চায়,
নিকটে যে আসে অন্নকণা লৈয়ে
লালচে নেহারে তায়।
হায় কত জন অধীর ক্ষুধায়
নিরখি সেখানে ধায়,
দুর্ব্বল অবলা শিশু হস্ত হৈতে
অন্ন কাড়ি লয়ে খায়।
সে প্রাণিমণ্ডলী কত যে অধৈর্য্য
কত যে কাতরে আসে
করিয়া চীৎকার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
সেই বৃদ্ধ প্রাণী পাশে।
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন কণা কণা
বণ্টন করে সে প্রাণী,
নিত্য খিন্ন ভাব সদাই আক্ষেপে
অতি কষ্টে কহে বাণী—
কেন রে সকলে আ(ই)স এইখানে
কোথা আর অন্ন পাব,
বিধির বঞ্চনা! তোদের লাগিয়া
বল আর কোথা যাব;
এ পুরী-ভিতরে নাহি হেন স্থান
না করি যেথা ভ্রমণ;

নাহি হেন বৃত্তি চৌর্য্য কিম্বা ছল
না করি যাহা ধারণ ;
তবু নাহি ঘুচে কাঙ্গালের হাল
কি কব কপাল দুষ্ট ;
কোথা পাব বল আহার তোদের
বিধাতা আমারে রুষ্ট ;
কেন এ পুরীতে করিস প্রবেশ
ভুঞ্জিতে এ হেন ক্লেশ,
প্রাণিরঙ্গভূমি ধনীর আশ্রয়,
নহে কাঙ্গালের দেশ।
তাপিত অন্তরে কহিনু আশায়
আর না দেখিতে চাই,
এ পুরী মহিমা গরিমা যতেক
এখানে দেখিতে পাই,
দেও দেখাইয়া বাহিরিতে দ্বার
পুনঃ যাই সেই স্থান ;
আসি যেথা হৈতে, দেখিয়া এ সব
অস্থির হয়েছে প্রাণ।
মধুর বচনে আশা কহে "কেন
উতলা হইছ এত,
দেখাইব তোর বাসনা যেরূপ
যেবা তব অভিপ্রেত ;
কর্ম্মভূমি নাম শুন এ নগরী
কর্ম্মগুণে ফলে ফল,
বালমতি তুমি বুঝিনু তোমার
অন্তর অতি কোমল ;
কঠিন ধাতুতে নির্ম্মিত যে প্রাণী
সেই বুঝে রঙ্গ এর ;
প্রাণিরঙ্গভূমে ভ্রমিতে আপনি
বিরিঞ্চি ভাবেন ফের ;

চল এই দিকে তব মনোমত
পদার্থ দেখিতে পাবে,
এ পুরী-ভ্রমণ কৌতুক-লহরী
তখন নাহি ফুরাবে।"
এত কৈয়ে আশা চলে আগে আগে
সভয়ে পশ্চাতে যাই ;
আসি কিছু দূর পুরী-মধ্যভাগে
অচল দেখিতে পাই।

চতুর্থ কল্পনা

যশঃশৈল—নিম্নভাগে প্রাণিসমাগম—আরোহণ-প্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন—ভিন্ন ভিন্ন যশস্বী প্রাণিমণ্ডলীর কীর্ত্তিকলাপ দর্শন—বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ।

নিকটে আসিয়া নিরখি সুন্দর
অপূর্ব্ব শিখর-শ্রেণী ;
শিখরে শিখরে কনক প্রদীপ
যেন কিরণের বেণী।
শৈল চারি দিকে তৃষিত নয়ন
প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন,
কুসুমে গ্রথিত মাল্য মনোহর
শূন্যে করে উৎক্ষেপণ ;
ঘন ঘন ঘন হয় জয়ধ্বনি
ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম,
যেন উর্ম্মিরাশি জলরাশি-অঙ্গে
গতি করে অবিরাম।
প্রাণিবৃন্দ আসি একে একে সবে
ক্রমে শৈলতলে যায় ;
চূড়াতে জ্বলিছে মাণিকের দীপ
সঘনে দেখিছে তায়।

সে অচলে হেরি ঘেরি চারি দিক্
প্রাণী আরোহণ করে ;
আমূল শিখর শৈল-অঙ্গে প্রাণী
অপরূপ শোভা ধরে।
চলে ধীরে ধীরে শিরে শিরে শিরে
অঙ্গে অঙ্গে পরশন,
অবিরত স্রোত প্রাণীর প্রবাহ
কৌতুকে করি দর্শন ;
শিলাতে শিলাতে পদ রাখি ধীরে
উঠিছে পরাণীগণ,
উঠিতে উঠিতে পড়ে কত জন
স্খলিত হৈয়ে চরণ ;
বটফল যথা বৃক্ষ হ'তে সদা
খসিয়া পড়ে ভূতলে ;
এথা সেইরূপ প্রাণী নিত্য নিত্য
খসিয়া পড়ে অচলে।
পড়িয়া উঠিতে কেহ নাহি পারে
কেহ বা আরোহে পুনঃ ;
সে প্রাণী-প্রবাহ অবিচ্ছেদ গতি
কখন না হয় উন।
লৈয়ে নিজ নিজ যে আছে সম্বল
উঠিছে যতনে কত ;
শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ
নেহারে সুখে সতত।
উঠে প্রাণিগণ দীপ লক্ষ্য করি
শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান।
মন্ত্র করি সার দেহ ভাবি ছার
পণ করি নিজ প্রাণ।
কাহার মস্তকে মণি-মুক্তারাশি
উপাধি কাহার শিরে,

কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধি বল
অচলে উঠিছে ধীরে ;
গ্রন্থ রাশি রাশি লৈয়ে কোন জন
কার করতলে তুলি,
কেহ বা ধরিছে যতনে কক্ষেতে
কাব্যগ্রন্থ কতগুলি,
কেহ বা রূপের ডালা লৈয়ে শিরে
চলেছে সুরূপা নারী ;
চলেছে গায়ক নাটক, বাদক,
বীণা বেণু আদি ধারী।
উঠিতে বাসনা করে না অনেকে
আসিয়া ফিরিয়া যায়,
নীচে হৈতে শূন্যে ফেলি ফুল-মালা
সেই অচলের গায়!
বহু জন পুনঃ করিয়া প্রয়াস
উঠিছে অচল-দেশে,
পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার
নামিয়া আসিছে শেষে!
জিজ্ঞাসি আশারে প্রাণিরঙ্গভূমে
কিবা হেরি এ অচল ;
আশা কহে "বৎস, যশঃশৈল ইহা
অতি মনোরম্য স্থল।"
বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে
আনন্দে আগ্রহে যাই ;
আগে আগে আশা চলিল সম্মুখে
অচলে পথ দেখাই।
উঠিতে উঠিতে শুনি শূন্য'পরে
সুমধুর ধ্বনি ঘন,
মস্তক উপরে ঘুরিয়া যেমন
সতত করে ভ্রমণ,

যেন শত বীণা বাজিছে একত্রে
মিলিত করিয়া তান,
শ্রবণে প্রবেশ করিলে তখনি
পুলকিত করে প্রাণ।
শূন্যে দৃষ্টি করি রোমাঞ্চ শরীর,
বিস্ময় ভাবিয়া চাই,
কিবা কোন যন্ত্র, কিবা বাদ্যকর,
কিছু না দেখিতে পাই।
হাসি কহে আশা "বৃথা আকিঞ্চন,
দৃষ্টি না হইবে নেত্রে ;
এ মধুর ধ্বনি নিত্য এইরূপে
নিনাদিত এই ক্ষেত্রে ;
বীণা কি বাঁশরি কিম্বা কোন যন্ত্র
নিঃসৃত নহেক স্বর,
স্বতঃ বিনির্গত সুললিত সদা,
ভ্রমে নিত্য গিরি'পর,
সদা মনোহর বায়ুতে বায়ুতে
বেড়ায় ঝঙ্কার করি,
কমলের দল বেষ্টিয়া যেমন
ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।"
শুনিতে শুনিতে আশার বচন
ক্রমশ অচলে উঠি,
যত ঊর্দ্ধে যাই তত সুমধুর
ধ্বনি ভ্রমে সেথা ছুটি।
ছাড়ি অধোদেশ উঠিনু যখন
মধ্যভাগে গিরিকায় ;
শরীর পরশি ধীরে ধীরে ধীরে
বহিল মৃদুল বায়।
সে বায়ুতে মিশি সুমধুর ঘ্রাণ
করিল আমোদময় ;

যেন সে অচল সুরভি-মধুর
সৌগন্ধে ডুবিয়া রয়।
অগুরু চন্দন জিনিয়া সে গন্ধ
পুষ্পগন্ধ যেন মৃদু;
মরি কি মধুর মনোহর যেন
দেবের বাঞ্ছিত মধু!
ভ্রমিছে সে গন্ধ ঘেরিয়া অচল
প্রতি শিখরের চূড়ে;
ছুটিছে পবনে সে ঘ্রাণ নিয়ত
কতই যোজন যুড়ে;
নাহি হয় হ্রাস ক্রমে যত যাই
ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়,
নাসারন্ধ্র যেন ঘ্রাণ পূর্ণ করি
প্রাণ করে মধুময়।
সেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধ্বনি
ভ্রমি সে অচল'পরে;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কি অদ্ভুত
দেখি চক্ষে সুখভরে;
নিরখি তাহার কোন বা শিখরে
প্রাণী বসি কোন জন
অসুর-অসাধ্য অসম্ভব ক্রিয়া
নিমেষে করে সাধন;
কোন গিরিচূড়ে বসি কোন প্রাণী
মণিদণ্ড হেলাইছে,
ক্ষণপ্রভা তার বশবর্ত্তী হৈয়ে
চরাচর ঘুরিতেছে;
কোন বা শিখরে বসি কোন জন
তোলে ভোগবতী-জল;
কেহ বা করেতে আকর্ষণ করি
ঘুরায় বিশ্বমণ্ডল;

কেহ বা নক্ষত্র, গ্রহ, ধূমকেতু,
ধরিয়া দেখায় পথ,
লক্ষ্য করি তাহা শূন্য মার্গে উঠে
ভ্রমে সবে চক্রবৎ ;
কেহ বা ভেদিয়া সূর্য্যের মণ্ডল
আচ্ছাদন খুলে ফেলি
আনন্দে দেখিছে বাষ্প সরাইয়া
নিবিড় বিদ্যুত-কেলি ;
কেহ শূন্য হৈতে পাড়ি চন্দ্র তারা
করতলে রাখে ধরি,
পুনঃ ছাড়ি দেয় সর্ব্ব অঙ্গ তার
সুখে নিরীক্ষণ করি ;
দেখি কোন চূড়া উপরে বসিয়া
সুদিব্য-মূরতি প্রাণী
তন্ত্রী বাজাইয়া মনের আনন্দে
ঢালিছে মধুর বাণী ;
কোন শৃঙ্গে হেরি প্রাণী কোন জন,
মস্তকে কাঞ্চনময়
জ্বলিছে মুকুট, শিখর উপরে
হয় যেন সূর্য্যোদয় ;
হেরি দিব্য মূর্ত্তি দিব্যাসনোপরে
প্রাণী বৈসে কোথা সুখে,
ধক্ ধক্ করি হীরা-খণ্ড সদা
প্রদীপ্ত হইছে বুকে ;
হেরি কত ঋষি স্থির শান্ত ভাব
বসিয়া অচল-অঙ্গে
গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যান ধরি
ভাসিছে ভাব-তরঙ্গে।
হেরি অপরূপ অচল-প্রকৃতি
প্রাণিগণ যত উঠে,

ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হয় যেথা
সেইখানে পদ্ম ফুটে ;
তখনি শিখরে হয় শৃঙ্গনাদ
দশ দিক্ শব্দে পূরে,
অচল-শরীর কাঁপায়ে নিনাদ
প্রবেশে অমরপুরে।
প্রাণী সেই জন এবে দিব্য মূর্ত্তি
বৈসে চারু পুষ্প'পর ;
উঠে অন্য যত সে অচল-অঙ্গে
পূজে তারে নিরন্তর।
স্তবকে স্তবকে সে ভূধর-অঙ্গে
কত হেন পদ্মফুল
উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে
কৌতুকে হৈয়ে আকুল !
বিস্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে,
আশা মৃদু ভাষে কয়
"ত্যজে জীবলীলা প্রাণী যে এখানে
এই ভাবে এথা রয় ;
প্রাণিরঙ্গভূমে জানাতে বারতা
হয় শূন্যে শৃঙ্গনাদ ;
শিখর-উপরে আ(ই)সে দেবগণ
করিয়া কত আহ্লাদ।
এই যে দেখিছ প্রাণী যত জন
পদ্মাসনে আছে বসি,
ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়,
মানব-চিত্তের শশী ;
দেখ গিয়া কাছে তব পরিচিত
প্রাণী এথা পাবে কত,
বদন হেরিয়া করিয়া আলাপ
পূর্ণ কর মনোরথ।"

একে একে আশা কাণে কহি নাম
চলিল দেখায়ে রঙ্গে ;
পুলকিত তনু দেখিতে দেখিতে
চলিনু তাহার সঙ্গে।
ব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি
চরণ বন্দনা করি,
শঙ্কর আচার্য্য, খনা, লীলাবতী
মূর্ত্তি হেরি চক্ষু ভরি ;
উঠিনু সেখানে যেখানে বসিয়া
বাল্মীকি অমর-প্রায়
আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা
শ্রীরাম-চরিত গায়।
দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ
দয়ার্দ্র-মানস হৈয়ে ;
দিল পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরভ্রাণ লৈয়ে ;
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায় ;
ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যভূমে
তাঁহার বীণা বাজায় ;
কোন্ বীরভোগ্যা এবে আর্য্যভূমি,
কোন্ ক্ষত্রী বলবান্
দৈত্য রক্ষঃকুল করিয়া দমন
রক্ষা করে আর্য্যমান ;
কোন্ আর্য্যসুত যশঃ-প্রভাগুণে
স্বদেশ উজ্জ্বলমুখ ;
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন্ নারী
স্নিগ্ধ করে পতি-বুক ;
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি ধর্ম্ম
কোন্ বুধ মহামতি

ব্রাহ্মণ-কুলের তিলক-স্বরূপ
সাধন করে উন্নতি ;
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা
সুধাইয়া বারম্বার ;
কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই
চক্ষে বহে নীরধার।
হেরে অশ্রুধারা করুণ বাক্যেতে
ঋষি অতি ব্যগ্রমন
আগ্রহে আবার অতি সযতনে
কৈলা মোরে সম্ভাষণ।
কহিনু তখন কি বলিব ঋষি
কি দিব সম্বাদ তার—.
তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল
সে আর্য্য নাহিক আর ;
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-সলিলে
নিবিড় তমসা তায় ;
সে ধনু-নির্ঘোষ সে বীণা-ঝঙ্কার
আর না কেহ শুনায়,
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ ক্ষত্রীকুল
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব গিয়া,
ভাসে পুণ্যভূমি অকূল পাথারে
পরমুখ নিরখিয়া ;
সে বচন শুনি আর্য্য-ঋষিমুখ
ধরিল যে কিবা ভাব,
কি যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি চতুর্দ্দিকে
আর্য্য-মুখে ঘন স্রাব,
ভাবিতে সে কথা এখন(ও) হৃদয়
ভয়েতে কম্পিত হয়,
অন্তরে অঙ্কিত রবে চিরদিন
বাণীতে প্রকাশ্য নয়!

যত ছিল সেথা আর্য্যকুলোদ্ভব
মহাপ্রাণী মহোদয়,
ঘোর বজ্রাঘাতে একেবারে যেন
আকুলিত সমুদয়।
সে দুঃখ দেখিয়া, দেখিয়া সে ভাবে
আর্য্যসুতে চিন্তাকুল;
তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখ আর্য্যকুল;
দেখ রে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কিরূপ বেশ;
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচা রে মনের ক্লেশ।"
দেখিলাম চাহি যেন পূর্ব্বদিক্
জ্বলিছে কিরণময়,
ভারতমণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয়;
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে;
ফুটিয়াছে যেন তেমনি আবার
পূর্ব্ব তেজ হাস্যাননে;
ঘেরিয়া তাঁহারে নব আর্য্যজাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি;
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে
ছুটেছে আবার দূত
ভুবন-ভিতরে করি ঘন নাদ
বদনে প্রভা অদ্ভুত;
দিক্‌দশবাসী মানব-মণ্ডলী
আনি সপ্ত সিন্ধুজল

কয়ে অভিষেক, বলে উচ্চ নাদে
জাগ্রত আর্য্য-মণ্ডল ;
পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর ধ্বনি
আনন্দ-সঙ্গীত গায় ;
উঠে সিন্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি
আবার গর্জ্জিয়া ধায় ;
উঠে হিমালয় পুনঃ শূন্য ভেদি
পূর্ব্বের বিক্রম ধরি ;
ছুটে পুনরায় জাহ্নবী যমুনা
গভীর সলিলে ভরি ;
আনন্দে আবার ভারত-সন্তান
বীণা ধরে করতলে ;
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি
বসুন্ধরা-মাঝে চলে ;
দেখে সে দর্পণে অপূর্ব্ব প্রতিমা
হরষ-বাষ্পেতে আঁখি
পূরিল অমনি ফুটিল বাসনা
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি ;
দেখিতে দেখিতে সে দর্পণ-ছায়া
আরোও ঊর্দ্ধভাগে যাই ;
স্তরে স্তরে যেন হেরি সে ভূধর
উঠে শূন্যে যত চাই।
আশা কহে "বৎস, কত দূর যাবে
নাহি পাবে এর পার,
যত দূর যাবে তত দূর ক্রমে
শৃঙ্গ পাবে অন্য আর।"
আশার বচনে ক্ষান্ত হৈয়ে ফিরি
পুনঃ সে অচল-অঙ্গে ;
নামি কিছু দূর নিরখি সেখানে
সুকবিকঙ্কণে রঙ্গে।

পদতলে তার দেখি মনোসুখে
বসিয়া ভারত দ্বিজ।
বাজাইছে বাঁশী মধুর সুরবে
ছড়াইয়া রস নিজ;
ক্রমে ভূমিতলে অবতরি পুনঃ
তবু যেন প্রাণ মন
করে আকিঞ্চন গিরিতলে থাকে
সুখে আরো কিছু ক্ষণ।
যথা নীড় হৈতে করিয়া হরণ
অরণ্যে পক্ষিশাবক
দ্রুত বেগে গতি করে গৃহমুখে
দুরন্ত কোন বালক,
তখন যেমন সেই পক্ষিশিশু
চায় দুঃখে নীড়পানে,
কাকলি করিয়া মৃদু আর্ত্ত স্বরে
আকুলিত হয় প্রাণে;
সেই ভাবে এবে ফিরিয়া ফিরিয়া
অচল-শিখরে চাই;
মুকুট উজলি জ্বলে হেম-দীপ
হেরিতে হেরিতে যাই।

পঞ্চম কল্পনা

স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্র এবং স্নেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তিনী নদী—তদুপরিস্থিত পরিণয় সেতু—তাহাতে প্রাণিগণের গতিবিধি।

কর্ম্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার,
আশার সহিত পরে
উপনীত হই আসি এক স্থানে
নিরখি আনন্দভরে—

নব দূর্ব্বাময় ভূমি সমতল
বিস্তার বহুল দূর,
প্রান্তভাগে তার পড়েছে ঢলিয়া
নীল নভঃ সুমধুর ;
তরুণ তপন তরুর শিখরে
ঘন চিকিচিকি করে ;
শাখা বল্লী যেন ভানুরশ্মি মাখি
দুলিছে সুখের ভরে ;
প্রফুল্ল ভাস্কর কিরণ প্রকাশি
প্রফুল্ল করেছে বন ;
মৃদুতর তাপ পরশি শরীর
স্নিগ্ধ করে অনুক্ষণ।
হেমন্ত-প্রভাতে যেন সুমধুর
সূর্য্যের মৃদুল ভাতি
সুখে ভুঞ্জে লোক আলোকে বসিয়া
কিরণে শরীর পাতি,
এথা সেইরূপ পশু পক্ষী প্রাণী
ভ্রমে সুখে নিরন্তর
অঙ্গেতে মাখিয়া স্নিগ্ধ নিরমল
উজ্জ্বল ভানুর কর।
চারি দিকে কত নেহারি সেখানে
তৃণমাঠ গোষ্ঠ'পরে
নিজ নিজ বৎস লৈয়ে গাভী মেষ
নিরন্তর সুখে চরে ;
শস্য নানা জাতি ক্ষিতি-শোভাকর
বীজ পুষ্প ধরি কোলে
কিরণে ডুবিয়া পবন-হিল্লোলে
হেলিয়া হেলিয়া দোলে।
নিরখি চৌদিকে কৌতুকে সেখানে
শস্যস্তম্ভ নতশির

কাঞ্চনবরণ মঞ্জরী পরিয়া
ভূষণ যেন মহীর।
মনোহর চিত্র যেন সেই স্থান
চিত্রিত ধরণী-বুকে ;
কিরণে সুন্দর চলে পথবাহী
প্রাণী সেথা কত সুখে।
চলি কত পথ ক্রমে এইরূপে
আসি শেষে কত দূর
নিরখি সম্মুখে চমকিত চিত্ত
সুসজ্জ গৃহ প্রচুর ;
শোভে সৌধরাজি অভ্র-অঙ্গে যেন
চিত্রিত সুন্দর ছবি :
রঞ্জিত করিয়া তাহে যেন সুখে
কিরণ ঢালিছে রবি।
দেবালয় সব সেই সৌধরাজি
সুরচিত্ত-মনোহর,
স্তরে স্তরে স্তরে অবিমুক্ত শ্রেণী
শোভিছে তটের 'পর।
চলিছে তরঙ্গ খরতর বেগে
ভিত্তি প্রক্ষালন করি,
উঠিছে পাড়িছে আবর্ত্তে ঘুরিছে
সূর্য্যপ্রভা জটে ধরি ;
ছল ছল ছল ছুটিছে তটিনী
কুল কুল কুল নাদ,
থর থর থর কাঁপিছে সলিল
ঝর ঝর ঝরে বাঁধ,
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘুরিছে আবর্ত্ত
কর্ কর্ কর্ ডাক ;
ঝপট ঝপট ঝাঁপিছে তরঙ্গ
থমক থমক থাক ;

নব জলধর সলিল-বরণ
কিরণ ফুটিছে তায় :
লুটিতে লুটিতে ছুটিতে ছুটিতে
সৈকতে হিল্লোল ধায় :
তটে দেবালয়, জলে ঢেউ-খেলা,
রৌদ্র-খেলা তার সঙ্গে ;
আনন্দে নিরখি নয়ন বিস্ফারি
দেখি সে কতই রঙ্গে।
দেখি মনোহর নদীর উপর
সেতু বিরচিত আছে,
যুগল যুগল পরাণী সেখানে
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে।
দেবালয় যত কত যে সুন্দর,
অসাধ্য বর্ণন তার ;
উচ্চে বেদধ্বনি প্রতি দেবালয়ে,
শুনে সুখ দেবতার।
সদা শঙ্খ ঘণ্টা সুমঙ্গল ধ্বনি
হয় মন্ত্র উচ্চারণ :
চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমের ঘ্রাণে
প্রফুল্লিত করে মন ;
স্তব স্তোত্র পাঠ জয় জয় নাদ
সর্ব্বত্র উঠে গম্ভীর ;
বিধাতার নাম ভক্ত-কণ্ঠ-স্রুত
রোমাঞ্চ করে শরীর।
হয় নিত্য নিত্য গীত বাদ্য ধ্বনি
কত মত মহোৎসব,
নিয়ত সেখানে ধ্বনিত কেবল
সুখদ আনন্দ-রব।
সহাস্য বদন প্রাণী কত জন
প্রতি দেবালয়-দ্বারে

পূজি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ
উপনীত সেতু-ধারে।
সেতুমুখে প্রাণী দেখি কত জন
ধান দূর্ব্বা লৈয়ে হাতে
আশীর্ব্বাদ করি করিছে পরশ
পথিকমণ্ডলী-মাথে ;
দিয়া দূর্ব্বা ধান ধরি করে করে
দুই দুই সুখী প্রাণী
জনেক পুরুষ রমণী জনেক
বদ্ধ করে উভপাণি ;
বাঁধে গ্রন্থি দৃঢ় অঞ্চলে অঞ্চলে
শুভ বিধি দৃষ্টি শুভ ;
খুলিয়া অঙ্গুরী পরায় অঙ্গুলে
শুচি মনে উভে উভ ;
অগ্নি সাক্ষী করি মাল্য করে দান
কণ্ঠে কণ্ঠে এ উহার ;
করেছে প্রতিজ্ঞা উভয়ে আনন্দে
সেতু হৈবে দোঁহে পার।
এইরূপে বাহু বাহুতে বান্ধিয়া
প্রাণী দোঁহে সেতু'পর
উঠিছে আনন্দে প্রকম্পিত বুক
প্রস্ফুট সুখে অন্তর।
কত হেন রূপ নিরখি কৌতুকে
মনোসুখে নিরন্তর
উঠিছে দম্পতি হাসিতে হাসিতে
বিচিত্র সেতুর 'পর।
আশা কহে "বৎস, সম্মুখে তোমার
দেখ যে সুন্দর সেতু,
আমার কাননে কৌশলে রচিত
কেবল সুখের হেতু ;

পরিণয়-সেতু নামে পরিচিত
এ কানন-মাঝে ইহা ;
আ(ই)সে ইথে লোক মিটাইতে শেষে
কানন-ভ্রমণ-স্পৃহা ;
এই সেতু বাহি দম্পতি যে কেহ
পারে হৈতে নদী পার,
এ কানন-মাঝে আছে যত সুখ
নিত্য প্রাপ্তি হয় তার।
দেখিছ যে অই নদী অন্য পারে
দিব্য উপবন যত,
প্রবেশিতে তায় আমার কৌশলে
আছে মাত্র এই পথ ;
সদা প্রীতিকর, সতত সুন্দর,
অই সব উপবন,
পবিত্র নির্ম্মল অতি রম্য স্থল
প্রাণীর শান্তি-কানন ;
বিচিত্র গঠন অপূর্ব্ব কৌশলে
সেতু বিরাচত এই,
সেই হয় পার নিগূঢ় সন্ধান
বুঝেছে ইহার যেই।”
এত কৈয়ে আশা আমারে লইয়া
সেতু কৈলা আরোহণ ;
সেতুমুখে সুখে নবীন আনন্দে
কৌতুকে করি গমন।
ছুই ধারে দেখি রঞ্জিত বসন
ভূষিত সুন্দর সেতু ;
বসন্ত-বায়ুতে স্তম্ভে স্তম্ভে তাহে
উড়ে শ্বেত পীত কেতু ;
গ্রথিত সুন্দর বন্ধনে বিবিধ
সজ্জিত কেতনকুলে

স্তম্ভ মাঝে মাঝে নবীন পল্লব
মঞ্জরী সহিত দুলে।
বহিছে মৃদুল মৃদুল পবন,
পড়িছে শীতল ছায়া ;
মধুপ্রিয় পাখী বসিয়া পল্লবে
কিরণে ঝাড়িছে কায়া ;
উঠে চারু বাস বায়ু আমোদিয়া
ঢলিতে ঢলিতে যায় ;
চলে প্রাণিগণ মুগ্ধ নব রসে
বায়ু, গন্ধে স্নিগ্ধকায়।
সেতুমুখে হেন যাই কত দূর,
পাই পরে মধ্য স্থান ;
ঘোর রৌদ্রতাপ সেথা খরতর,
উত্তাপে আকুল প্রাণ।
উত্তপ্ত বালুকা প্রচণ্ড কিরণে
করে দগ্ধ পদতল ;
শুষ্ক কণ্ঠতালু আকুল তৃষ্ণায়
প্রাণিগণ চাহে জল।
নীচে ভয়ঙ্কর বহে বেগবতী
স্রোতস্বতী কোলাহলে,
ঘন ঘূর্ণিপাক ভীষণ গর্জ্জন
তীব্রতর বেগে চলে।
মাঝে মাঝে মাঝে ভূকম্পনে যেন
সেতু করে টল টল ;
ঘন হুহুঙ্কার বহে মাঝে মাঝে
দুরন্ত ঝটি প্রবল।
অস্থির চরণ প্রাণী কত এবে
মুখে প্রকাশিত ভয়,
চঞ্চল নয়ন, অস্থির শরীর,
চলে কষ্টে সেতুময়।

যথা যবে ঝড়ে উৎপীড়িত বন,
যতেক বিহঙ্গচয়
ছিন্ন ভিন্ন দেহ রুক্ষ শুষ্ক পাখা
অস্থির শরীর হয়,
আকুল নয়ন চাহে চতুর্দ্দিক্
চঞ্চুপুট ভয়ে জড়,
শূন্য কলরব ঘন তরুশাখা
নখে নখে ধরে দড়,
কত পড়ে তলে ভগ্ন শাখা সহ
ভগ্ন পাখা, ভগ্ন পদ,
পড়ে পুনঃ কত হৈয়ে গত-জীব
চঞ্চুবিদ্ধ করি ছদ :
শত শত প্রাণী এথা সেই ভাবে
সেতু হৈতে পড়ে জলে—
সেতু-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়,
কেহ ঝটিকার বলে।
পড়ে একবার না পারে উঠিতে
বিষম তরঙ্গে ভাসে,
কত জন হেন, পুনঃ কত জন
তলগামী হয় ত্রাসে।
কদাচ কখন ভাসিতে ভাসিতে
কেহ আসি লভে কূল,
কপালে যাদের ঘটে এ ঘটন
দৈব সে তাহার মূল।
কতই পরাণী, নিরাখ চমকি,
ভাসিছে নদীর জলে,
সেতুমুখস্থিত প্রাণিগণ সবে
দেখে তাহে কুতূহলে ;
কেহ ভাসে একা কেহ যা যুগল
নদীর আবর্ত্তে ঘুরে ;

ভাসে নদীময় প্রাণী স্ত্রী পুরুষ
দু'কূল আক্ষেপে পূরে।
আসি কত জন তটের নিকটে
ক্ষণে বাড়াইছে হাত,
বালিমুঠি ধরি পুনঃ ঘূর্ণিজলে
ঘুরে পড়ে অকস্মাৎ।
ভাসে এইরূপে প্রাণী কত জন
সেতু হৈতে পড়ি নীরে,
চলে অন্য প্রাণী সেতুর উপরে
দেখিতে দেখিতে ধীরে।
দেখিয়া দুঃখেতে ভাবিতে ভাবিতে
আরো কত দূর যাই,
ছাড়ি মধ্য ভাগ ক্রমশঃ আসিয়া
সেতু-প্রান্ত শেষে পাই।
এখানে নিরখি অতি মনোহর
আবার শীতল ছায়া
পড়েছে সেতুতে, পরশি তখনি
শীতল হইল কায়া;
পড়িছে যে এত প্রাণী নদীজলে
তবু হেরি সেই স্থানে
লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে
সদা প্রফুল্লিত প্রাণে;
চলে চিত্তসুখে সদাতৃপ্ত মন
অক্ষুন্ন শান্ত হৃদয়;
মধুমক্ষি সম সে বনে তাহারা
করয়ে মধু সঞ্চয়।
কেন যে বিধাতা সবার ভাগ্যেতে
এ ফল নাহিক দিল!
কেন এত জনে বিমুখ হইয়া
বিপাক-স্রোতে ফেলিল!

কেন বা যে হেন সেতুর নির্ম্মাণ
রচিত এত কৌশলে!
কেন এত প্রাণী উঠিয়া সেতুতে
মগ্ন হয় পুনঃ জলে!
এইরূপ চিন্তা ধরি চিত্তে নানা
আশার সহিত যাই;
সেতু হৈয়ে পার প্রাণী-শান্তিবন
হাসিছে দেখিতে পাই।

ষষ্ঠ কল্পনা

প্রণয়োদ্যান—তাহাতে ভ্রমণ—অপূর্ব্ব তরু-পুষ্প দর্শন—সতী-নির্ঝর—প্রণয়ের মূর্ত্তি—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ।

যথা যবে ঋতু সরস বসন্ত
প্রবেশে ধরণী-মাঝে,
শোভে তরু লতা ধরি চারু বেশ
নবীন পল্লব সাজে;
ঝরে ধীরে ধীরে পত্র পুরাতন
ছাড়িয়া বিটপি-অঙ্গ;
চারু কিসলয় প্রকাশিত ধীরে
পাইয়া মলয় সঙ্গ;
নব চারু মৃদু কিসলয় যত
হরিত বরণ মাখা,
পরিয়া সুন্দর মঞ্জরী মধুর
বিকাশে তরুর শাখা;
সে বসন্ত কালে যথা অপরূপ
আনন্দ উথলে মনে,
হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ
প্রকাশ্য নহে বচনে;

এখানে প্রবেশি তেমতি আনন্দ
উপজে হৃদয়ময় ;
শীতস্নিগ্ধ রস যেন সে এখানে
বায়ুতে মিশ্রিত রয় ;
উদ্যান রচিত দেখি চারি দিকে
প্রকাশিত চারু ছবি,
স্তবকে স্তবকে সাজিছে সুন্দর
বিবিধ শোভা প্রসবি ;
অতি মনোহর উদ্যান সে সব
পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিতি,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি, মধুচক্রে যেন
অপূর্ব্ব বিন্যাস-রীতি ;
প্রবেশের মুখ পৃথক্ সকলে
তথাপি মিলিত সব ;
প্রতি উপবনে নব নব ঘ্রাণ
সদা হয় অনুভব।
আশা কহে "বৎস, আমার কাননে
স্থির শান্ত এই দেশ,
ভ্রমিলে এখানে কিছু কাল সুখে
ভুলিবে পথের ক্লেশ।
দেখ ভিন্ন ভিন্ন যত উপবন
ভিন্ন ভিন্ন স্নেহ-স্থান ;
সৌহার্দ্দ প্রণয় প্রভৃতি যে রস
সদা স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর
না পাবে শুনিতে এথা,
ধীরে ধীরে গতি, ধীর মিষ্ট ভাষা,
এখানে প্রাণীর প্রথা :
সবে সত্যবাদী, সবে সখ্যভাব,
পরিষ্বঙ্গ প্রাণে প্রাণে ;

এখানে প্রাণীরা দ্বেষ হিংসা ছল
কেহ কভু নাহি জানে।
এখানে নাহিক ষড় ঋতু ভেদ,
সমভাবে সূর্য্যোদয়,
আমার কাননে স্নেহময় প্রাণী
এই স্থানে তারা রয়।"
এত কৈয়ে আশা প্রণয়-কাননে
হাসিয়া করে প্রবেশ,
অতুল আনন্দে মাতিল হৃদয়
হেরিয়া মধুর দেশ।
লতা-গৃহ সেথা হেরি চারি ধারে,
অপূর্ব্ব কিরণময়,
অমরাবতীতে যেন দেব-গৃহ
তারকাভূষিত রয়।
পুষ্পময় পথ, মৃত্তিকা পরশ
নাহি হয় পদতলে;
তরু হৈতে স্বতঃ চারু সুকুমার
পুষ্প পড়ে বৃষ্টি-ছলে।
প্রতি গৃহদ্বারে সুখে চক্রবাক
চকোর ভ্রমণ করে;
বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন
সুধাধারা সেথা ঝরে।
শোভে তরুরাজি সে প্রদেশময়
ধরে অপরূপ ফুল,
অপূর্ব্ব প্রকৃতি অবনী-ভিতরে
নাহিক তাহার তুল;
যত ক্ষণ থাকে শাখার উপরে
শোভামাত্র দৃষ্টি তার,
মধুর সৌরভ বহে সে কুসুমে
গাঁথিলে হৃদয়ে হার;

আপনি গ্রথিত হয় সে কুসুম
বৃন্তে বৃন্তে স্বতঃ যুড়ে;
কিন্তু পুনঃ আর নাহি যুগ্ম হয়
বারেক যদ্যপি তুড়ে।
প্রতি ক্ষণে ধরে নব নব ভাব
নবীন মাধুরী তায়;
নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
নূতন পত্র ছড়ায়;
প্রতি ক্ষণে তাহে নবীন সৌরভে
নবীন পরাগ উঠে,
আসিলে নিকটে আপনা হইতে
তরু ছাড়ি হৃদে লুটে।
কত তরু হেন নিরখি সেখানে
শ্রেণীবদ্ধ দলে দলে;
ভ্রমে সুখে কত যুগল পরাণী
নিয়ত তাহার তলে;
করতল পাতি তরুতলে যায়,
সেই মনোহর ফুল
পড়ে কত তায়, পরাণী সকলে
আনন্দে হয় আকুল;
পাতিয়া অঞ্চল দাঁড়ায় তুজনে
গিয়া কোন তরুমূলে,
মুহূর্ত্ত ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা
হয় মনোমত ফুলে।
প্রতি তরুতলে ভ্রমে তুই প্রাণী
তরু বৃষ্টি করে ফুল;
যেন বা আনন্দ হেরিয়া তাদের
আনন্দিত তরুকুল।
যথা সে পবিত্র কণ্বের আশ্রমে
হেরে শকুন্তলা-সুখ;

শাখা নত করি পুষ্প ছড়াইল
ফুল তরু ফুল্ল-মুখ ;
সেইরূপ হেরি প্রণয়ী যখন
আসে এথা তরুতলে,
তরু নতশিরে করে আশীর্ব্বাদ
বরষি কুসুমদলে।
সে ফুলের মালা পরিয়া গলায়
প্রণয়-প্রফুল্ল প্রাণ
হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেখানে
লভিয়া কুসুম-ঘ্রাণ ;—
চাঁপা ফুল হেন বরণের শোভা,
সুন্দর নলিন-আঁখি
চলে কত রামা, বল্লভের দেহে
সুখে বাহুলতা রাখি ;
কোন সে যুবক চলে মনঃসুখে
বাঁধি নিজ ভুজপাশে
কমল-কোরক সদৃশ তরুণী
অর্দ্ধস্ফুট মৃদু হাসে ;
চলেছে সোহাগে কোন বা সুন্দরী
ফুল্ল বিকশিত ছবি,
লোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত
গুলাব-রঞ্জিত রবি ;
আহা কোন রামা স্মিতচারুমুখী
প্রণয়ীর বাহুমূলে
চন্দ্রকর-মাখা শেফালিকা যেন
চলেছে গুণ্ঠন খুলে ;
কাহার বদনে ফুটিয়া পড়িছে
মধুর মৃদুল হাস,
সহকারে-কোলে সরস মঞ্জরী
বসন্তে যেন প্রকাশ ;

চলেছে মৃগেন্দ্রে জিনিয়া কটিতে
কোন রামা মনঃসুখে,
পূর্ণ ষোল কলা যৌবনে প্রকাশ,
আড়ে হেরে প্রিয়মুখে ;
প্রিয় চারু করে রাখি নিজ কর
প্রফুল্ল উৎপল যেন
চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ-নয়না
আহা, কত রামা হেন ;
নীলপদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী
মধুর মাধুরী ধরি,
সুখিনী মহিলা প্রিয়-অঙ্গে অঙ্গ
সুখে সুমিলন করি।
দেখি স্থানে স্থানে কৌতুকে সেখানে
কত উৎস মনোহর,
সুধার সঙ্কাশ সলিল ছড়ায়ে
পড়িছে সহস্র ঝর ;
পড়িছে নিঝর মরি রে তেমতি
চারি ধারে ধীরে ধীরে,
পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন
জটায় শিবের শিরে।
কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে
শ্বেতশিলা-বিরচিত,
ক্রীড়া-উৎস সব মহিষী মোহন
মাণিক্য-স্বর্ণ-মণ্ডিত।
উঠিছে নির্ঝর সে কাননময়
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে,
শত ধারা হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
পুষ্প যেন পড়ে ফুটে ;
নীল কৃষ্ণ শ্বেত আদি বর্ণ যত
নিন্দিত করি শোভায়

প্রতি ধারা অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে
অপূর্ব্ব বর্ণ ছড়ায়।
ঝরিছে নির্ঝর ধারা হেন কত
প্রণয়-অচল-অঙ্গে,
দেখিলে নয়ন ফিরিতে না চায়
নেহালে ভুলিয়া রঙ্গে।
ফুটে কত ফুল ঘেরি উৎস সব
অমর-নন্দন-ভাতি ;
নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর
নাহি পুষ্প হেন জাতি।
অতুল সৌন্দর্য্য সে সব কুসুমে
নাহি কভু বৃদ্ধি হ্রাস ;
নিরবধি শোভা ফুটে সম ভাবে
নিরবধি ছুটে বাস।
অতি শূন্যগামী চকোর প্রভৃতি
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত,
মৃদু কলস্বরে ধারা ধারে ধারে
সুখে ভ্রমে অবিরত।
হেরি কত প্রাণী আসি উৎস-পাশে
ধারাজলে করে স্নান ;
নিমেষ ভিতরে নির্ম্মল শরীর
ধরে সুধা-সম ঘ্রাণ।
হেরি কত পুনঃ পরাণী বিস্ময়ে
পরশনে সেই বারি,
পাষাণ হইয়া হারায় সম্বিৎ
চলিতে চিন্তিতে নারি।
কত যে পুরুষ হেরি হেন ভাব
নির্ঝর নির্ঝর পাশে ;
কত সে রমণী পাষাণ-মূরতি
চক্ষুজলে সদা ভাসে।

চিন্তিয়া না পাই কারণ তাহার,
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন সে প্রাণীরা সলিল-পরশে
থাকে হেন ভাব ধরি!
হাসি কহে আশা "শুন রে বালক,
অতি শুচি এই জল,
পবিত্র-মানস প্রাণী যেই জন
পরশি হয় শীতল;
অপবিত্র-দেহ অপবিত্র-প্রাণ
যে ইহা পরশ করে,
তখনি সে জন সলিল-মাহাত্ম্যে
পাষাণ-মূরতি ধরে;
কাঁদে চিরকাল এই ভাবে সদা
চলৎ-শকতিহীন,
অনুতাপ হেরে অন্য প্রাণী যত
স্নিগ্ধ হয় অনুদিন;
সতী-ঝর নামে এ সব নির্ঝর
সুপবিত্র বারি অতি,
পরশে যে নারী সলিল ইহার
লভে যশঃ নাম সতী;
পুরুষ যে জন করে ইথে স্নান
জিতেন্দ্রিয় নাম তার,
ধরাধামে থাকি লভে স্বর্গসুখ
আনন্দ লভে অপার।
কঠোর সাধনা প্রণয়ে যাহার
পবিত্র নির্ম্মল মন,
পরচিন্তা চিতে জনমে যে প্রাণী
করে নাই কোন ক্ষণ,
সেই নারী নর পরশে এ বারি,
অন্যে না ছুঁইতে পারে;

অন্যে যে পরশে অপবিত্র মনে
অই দশা ঘটে তারে।”
নিরখি নির্ঝর নিকটে সে সব
ভ্রমে প্রাণী এক জন,
মধুময় হাসি, মধুর মাধুরী
অঙ্গেতে করে ধারণ ;
অতি সুললিত আকৃতি তাহার
দেহকান্তি নিরুপম,
মুখে দিব্য ছটা অধরে সতত
মৃদু হাসি সুধা-সম ;
গলে প্রস্ফুটিত প্রীতিকর দাম
গ্রথিত অপূর্ব্ব ফুলে ;
স্বতঃ-নিনাদিত মধুর বাদিত্র
লম্বিত বাহুর মূলে ;
সুখে করি গান ভ্রমে ঝরে ঝরে
সরল সুমিষ্ট ভাষে ;
বিমল বদনে নিরমল জ্যোতি
সূর্য্য-আভা পরকাশে।
নির্ঝর-বিলাসী প্রাণিগণ তারে
কত সমাদর করে ;
বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল
শুনে গীত প্রেমভরে।
হেরি কত ক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে
কেবা সে অপূর্ব্ব জন,
তুষি এ সবারে নির্ঝরে নির্ঝরে
এরূপে করে ভ্রমণ ?
আশা কহে হাসি “এই যে পরাণী
দেখিতে হেন সুঠাম,
প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস,
সন্তোষ ইহার নাম।”

সে যুবা-প্রসঙ্গে করি আলাপন
আশার সহ উল্লাসে,
চলিতে চলিতে আসি কিছু দূর
এক লতাগৃহ-পাশে :
হেরি তার মাঝে প্রাণী এক জন
অন্য জন পাশে বসি ;
মেঘের আড়ালে উদয় যেমন
পূর্ণকলা চারু শশী।
বসি তার কাছে সতৃষ্ণ নয়ন
চাহিয়া বদন তার,
কতই শুশ্রূষা কতই যতন
করে হেরি অনিবার।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রদীপ যেমন
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে জ্বলে,
প্রাণী সেই জন বিকাশে তেমতি
কিরণ মুখমণ্ডলে।
নাহি অন্য আশা নাহি অন্য তৃষা
কেবল বদনে চায় ;
সূর্য্য-অংশু-রেখা পড়ে যদি তাহে,
কেশজালে ঢাকে তায়।
নিস্পন্দ শরীর যেন সে অসাড়
হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ
আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া
নয়নে পেয়েছে স্থান।
মলিন বদন প্রাণী অন্য জন
দেখাইছে বিভীষিকা
কত যে প্রকার নিমেষে নিমেষে
বর্ণেতে অসাধ্য লিখা ;
কখন বা বেগে কণ্ঠে চাপি কর
করিছে নিশ্বাস রোধ ;

কখন বা নখে ছিঁড়ি ওষ্ঠাধর
উঠিছে করিয়া ক্রোধ ;
কখন মাটিতে ভাঙ্গিছে ললাট,
রুধির করিছে পাত,
কভু সর্ব্ব অঙ্গে ধূলি ছড়াইয়া
বক্ষে করে করাঘাত ;
কখন গর্জ্জন করিছে বিকট,
দন্তে দন্তে ঘরষণ,
কখন পড়িছে ধরাতল'পরে
সংজ্ঞাহীন বিচেতন ;
প্রাণী অন্য জন নিকটে যে তার,
কতই যতনে, হায়,
সেবিছে তাহায় করিছে শুশ্রূষা
ঘুচাইতে সে মূর্চ্ছায় ।
কভু ধীরে ধীরে করশাখা খুলে
মার্জ্জিছে হৃদয়দেশ ;
কভু করতল কভু পদতালু
কভু ঘর্ষে ধীরে কেশ ;
কখন তুলিছে হৃদয়-উপরে
অবসন্ন বাহুলতা ;
কভু স্নেহপূর্ণ বলিছে শ্রবণে
পীযূষ-পূরিত কথা ;
কখন আনিয়া বারি সুশীতল
বদনে করে সিঞ্চন ;
কখন তুলিয়া মৃদুল সুগন্ধ
নাসাগ্রে করে ধারণ ;
আবার যখন চেতন পাইয়া
হয় সে উন্মাদ-প্রায়,
মধুর মধুর বীণাবাদ্য করি
স্নিগ্ধ করে পুনঃ তায় ।

হেরে সে প্রাণীরে কত যে আহ্লাদ
হৃদয়ে হইল মম।
বাসনা ফুটিল যেন নিরবধি
হেরি মুখ নিরুপম।
দেখেছি অনেক প্রণয়ী পরাণী
হেরে পরস্পর মুখ,
নয়ন-হিল্লোলে ভাসি এ উহার
পিয়ে সুধাসম সুখ,
বসি নিরজনে করে আলাপন
সুমধুর স্বর মুখে,
প্রেমানন্দে ভোর হইয়া দু জনে
হেরে নিরন্তর সুখে ;
কপোতী যেমন কপোতের মুখে
মুখ দিয়া সুখে চায়,
মৃদু কলধ্বনি মধুর কূজন
কুহরে ঘন গলায়—
দেখে পরস্পরে দোঁহে মনঃসুখে
লভিয়া প্রণয়-ঘ্রাণ ;
আনন্দ-পুলকে পুলকিত তনু,
সুখে পুলকিত প্রাণ ;—
দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাব
প্রণয় প্রকাশ, হায়,
প্রণয়ী জনের প্রেমের অনলে
বদন বহ্নির প্রায় ;
কিন্তু কভু হেন বিশুদ্ধ প্রণয়,
নির্ম্মল স্নেহের ক্ষীর
নাহি দেখি চক্ষে মানব-শরীরে
প্রগাঢ় হেন গভীর।
কতই উৎসুক অন্তরে তখন
হেরি সে প্রাণিবদন ;

নব জলধর নিরখে যেমন
চাতক উৎসুক মন ;
অথবা যেমন ধনাঢ্য-আগারে
দুঃখী হেরে ধনরাশি ;
সুখে নিরন্তর নিরখি তেমতি
আনন্দ-বাষ্পেতে ভাসি।
পাইয়া সুযোগ গিয়া কাছে তার
বিনয়ে জিজ্ঞাসা করি,
কিরূপে এরূপে থাকে সে সেখানে
এক ধ্যান চিত্তে ধরি,
কি সুখে উন্মাদে লৈয়ে করে সেবা,
সহে নিত্য এত ক্লেশ,
কেন সে মণ্ডপে জাগ্রত সতত
থাকিতে এতেক দেশ।
সম্বদ্ধ বীণাতে পড়িলে যেমন
সহসা কাহার কর,
আপনা হইতে উঠে সে বাজিয়া
নিঃসারি মধুর স্বর ;
সেইরূপ ভাব কহে সেই জন
জ্যোৎস্না যেন মুখে ফুটে,
কি সুখ-সম্ভোগ করে সে সতত
কি আনন্দ প্রাণে উঠে ;
কহে সে "কেমনে বুঝাব তোমায়
কিবা যে আনন্দে থাকি,
এ লতা-মণ্ডপে বসিয়া ইহাঁরে
কেন এ যতনে রাখি ;
প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে
প্রণয়ের কিবা প্রথা ;
মরু কি জানিবে স্রোতধারা কিবা
মধুময় তরুলতা !

বসি এইখানে দ্যুলোক ভুবন,
বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাই ;
জলনিধি মেঘ বায়ু ব্যোম ধরা
সকলি ভুলিয়া যাই ।
ভাবি যেন মনে আসি সুরবালা
আনিয়া স্বর্গের রথ
ঘেরিয়া আমারে লইয়া বিমানে
চলে বহি শূন্য-পথ,
প্রবেশি স্বরগে নিরখি সেখানে
নন্দনবনের ফুল,
শুনি দেবধ্বনি হেরি মনঃসুখে
মন্দাকিনী-নদীকূল ;
দেববৃন্দ সেথা দেখায় আমারে
আনন্দে অমরালয় ;
তারা শশধর অমৃত-ভাণ্ডার,
সুর-সুখ সমুদয় !
কেমনে বুঝাব সে সুখ তোমারে
বাণীতে বর্ণিব কিবা—
দিবাকর-জ্যোতি জ্যোতি যে কিরূপ
তাহা সে প্রকাশে দিবা !"
যথা হুতাশন পরশে যেমন
যখন গৃহের ছদ ;
প্রথমে প্রকাশ ধূম অনর্গল
শেষে অনলের হ্রদ ।
বলিতে বলিতে সেইরূপ তার
বদন পূরে ছটায়,
নেত্রে বাষ্পধূম নিমেষে শরীর
প্রদীপ্ত বহ্নির প্রায় ।
পরে পুনরায় সেই প্রাণী-পাশে
এক চিন্তা এক ধ্যান

ধরিয়া আবার প্রাণী সেই জন
পুনঃ কৈলা অধিষ্ঠান।
নিদাঘ-তাপিত বিহগ যেমন
পাইলে বরষা-জল,
সুখে ধৌত করে আর্দ্র-পক্ষ-ক্লেদ,
স্নানে হয় সুশীতল;
শুনে বাণী তার তেমতি শীতল
পরাণ হইল মম;
হেরি বার বার ফিরে ফিরে চাহি
সেই মুখ সুধা-সম।
অতৃপ্ত নয়নে হেরি কত বার,
ভাবি কত মনে মনে—
ভাবি নিরমল মাধুরী তেমন
বুঝি নাই ত্রিভুবনে।
বিস্ময় ভাবিয়া চাহি আশামুখ,
আশা বুঝি অভিলাষ,
কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়া
বদনে মধুর ভাষ;
"এই যে পরাণী এ কাননে মম
হেন সুখী নিরমল
প্রণয় নামেতে ভুবন-বিখ্যাত,
নিত্য সেবে ভূমণ্ডল।"
শুনি আশাবাণী রোমাঞ্চ শরীর
আকুল হইয়া চাই;
প্রাণের হুতাশে প্রণয় ভাবিয়া
বিধিরে স্মরিয়া যাই।

সপ্তম কল্পনা

স্নেহ-উপবন—মাতৃস্নেহ—সান্ত্বনা-মন্দির—দ্বারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাক্ষাৎ।

আশার আশ্বাসে চলিনু পশ্চাতে
প্রণয়-অঞ্চল মাঝে ;
আসি কিছু দূর দিব্য বাপী এক
সম্মুখে হেরি বিরাজে।
মনোহর বাপী গভীর সুন্দর
থই থই করে জল ;
স্থির শান্ত নীর সুগন্ধি রুচির
অতি স্বচ্ছ নিরমল।
দাঁড়াইলে তীরে অপূর্ব্ব সৌরভ
পরাণ করে শীতল ;
হেন ভ্রান্তি হয় মনে নাহি মানে
আছি যেন ধরাতল ;
সলিল তেমন কভু ক্ষিতিতলে
চক্ষে না দেখিতে আসে,
সুধা দেখি নাই জানিয়াছি শুধু
ঋষির বাক্য-আভাসে ;
না জানি সে বারি সুধা কিনা সেই
আশা-বনে পরকাশ,
এমন নির্ম্মল এমন সুরভি
এমনি সুচারু ভাস !
বাপী-চারিধারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
দাঁড়ায়ে গাঢ় ভকতি ;
করে নিরীক্ষণ নির্ম্মল সলিল
সতত প্রসন্ন-মতি।
দাঁড়ায়ে তটেতে হাতে হেম-পাত্র
অপরূপ এক নারী ;

আইসে যত প্রাণী সতত সকলে
বিতরণ করে বারি ;
কিবা মূর্ত্তি তার কি মাধুরী মুখে
কিবা সে অধরে হাস !
বিধাতা যেমন জগতের সুখ
একত্রে কৈলা প্রকাশ !
কুসুম-পরাগে করিয়া গঠন
অমৃত লেপন করি
বিধি যেন সেই নিরুপম দেহ
গঠিলা হৃদয়ে ধরি ;
সদা হাস্যময়ী সদা বারি দান
করেন সুবর্ণ-পাত্রে ;
কোটি কোটি জীব আ(ই)সে অনুক্ষণ
সতৃপ্ত পরশ মাত্রে।
পিপাসা-আতুর চাহি আশা-মুখ
কতই আনন্দ মনে,
আশা কহে "বৎস, মাতৃস্নেহভূমি
ইহাই আমার বনে।
হেন পুণ্য-ভূমি পাবে না দেখিতে
খুঁজিলে অবনীতল ;
হ্রদ পরিপূর্ণ নেহার সম্মুখে
কিবা সুমধুর জল।
ব্রহ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান
কণামাত্র নহে ক্ষয় ;
চারি যুগ ইহা আছে সমভাবে
এইরূপে পূর্ণপয়।
এই দিব্য বাপী এ কানন-সার
মাতার স্নেহের হ্রদ ;
সুধা হৈতে মিষ্ট সলিল ইহার
বিনাশে সর্ব্ব বিপদ ;

কেহ কোন কালে এ সুধা-সলিলে
বঞ্চিত নহে অদ্যাপি ;
চিরকাল ইহা আছে এইরূপ
অগাধ অক্ষয় বাপী।
অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি
নারী-রূপ-নিরুপমা,
দেবীমূর্ত্তি ধরি জননীর স্নেহ
প্রকাশে হের সুষমা ;
প্রকাশি এখানে বিতরে সলিল
রাখিতে প্রাণীর কুল ;
জগত-ভিতরে এই সুধা-নীর,
এ মূর্ত্তি নিত্য, অতুল।"
হেরি কত ক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি
কত বার ফিরি চাই!
কত যে আনন্দ উথলে হৃদয়ে
অবধি তাহার নাই!
ধ্যান ধরি হেরি, হেরি চক্ষু মেলি
ভুলি যেন ভূমণ্ডল,
হাতে যেন পাই হেরি যত বার
পবিত্র ত্রিদশ-স্থল।
চাহিয়া আবার হেরি বাপীতটে
চারু ইন্দ্রধনু উঠে ;
ঝাঁকিয়া পড়েছে ধরণী-শরীরে
শিশুগণ ধায় ছুটে ;
ধরি ধরি করি ধায় শিশুগণ
ইন্দ্রধনু ধায় আগে ;
সরিয়া সরিয়া নানা বর্ণ আভা
প্রকাশিয়া পুরোভাগে ;
ধরেছে ভাবিয়া, কেহ বা খুলিয়া
নিজ করতলে চায়,

সেই ইন্দ্রধনু আছে সেইখানে
দূরেতে দেখিতে পায়।
হাসি নাহি ধরে মধুর অধরে
লুটাইয়া পড়ে ভূমে ;
হাত বাড়াইয়া উঠিয়া আবার
ধরিতে ধাইছে ধূমে !
কোন শিশু ধেয়ে ধরে ধনু-অঙ্গ
অমনি মিলায়ে যায় ;
আবার ফুটিয়া নূতন নূতন
নয়ন-পথে বেড়ায় !
খেলে শিশুগণ মনের হরষে
সে বাপী-তীরেতে সুখে ;
তরুণ তপন সুন্দর কিরণ
ভাতিয়া পড়েছে মুখে ;
হাসিছে নয়ন হাসিছে অধর
বদনে ফুটিছে আলো,
না জানি তেমন অমরাবতীতে
আছে কি কিরণ ভালো।
হেরে সে আনন্দ রোমাঞ্চ শরীর
কত চিন্তা করি মনে,
ভাবি বুঝি হেন নিরমল সুখ
নাহি ভুঞ্জে কোন জনে ;
ভাবি বুঝি ব্যাস, বাল্মীকি তাপস,
করেছিলা দরশন,
মর্ত্তে স্বর্গপুরী ভুবনে অতুল
আশার স্নেহ-কানন ;
তাই সে গোকুলে, তপস্বী-আশ্রমে,
ছড়ায়ে আনন্দরস
গায়িলা মধুর সুললিত হেন
জননী-স্নেহের যশ !

ভাবি মর্ত্তধামে থাকিতে এ পুরী
আবার কি হেতু লোক
যাইতে কামনা করে স্বর্গপুরী
ছাড়িয়া মরত-লোক ?
ভুলিয়া সে ভ্রমে ভাবিতে ভাবিতে
মৃত্যুরূপ পুনঃ স্মরি ;
কাতর অন্তরে উৎসুক হইয়া
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
এই ভাবে নিত্য এ শোভা প্রকাশ
থাকে কি তোমার বনে ?
এ আনন্দ-ধারা নাহি কি শুকায়
মৃত্যুশিখা-পরশনে ?
ধরাতে সে জানি বিধির ছলনে
বৃথা সে শৈশব-নিধি !
কৈশোরে রাখিয়া মৃত্যু-ফণী শিরে
মানবে বঞ্চিলা বিধি।
এ কাননে পুনঃ আছে কি সে কীট
দারুণ করাল কাল ?
আশারও কাননে এ স্বর্গ-পুত্তলি-
পথে কি আছে জঞ্জাল ?
শুনি কহে আশা "কখন এখানে
পড়ে সে কালের ছায়া,
কিন্তু সে ক্ষণিক, নিবারি তাহাতে
নিমেষে প্রকাশি মায়া।
অশেষ কৌশলে করেছি নির্ম্মাণ
দিব্য অট্টালিকা ফুলে ;
শোকতপ্ত প্রাণী প্রবেশে যে তায়
তখনি সকল ভুলে।
প্রবেশি তাহাতে পায় নিরখিতে
যে যাহা হয়েছে হারা—

প্রণয়ী, প্রেমিকা, দারা, সুত, ভ্রাতা,
হেন সে প্রাসাদ-ধারা।
চল দেখাইব" বলি চলে আশা,
যাই পাছে কুতূহলে ;
আসি কিছু পথ হেরি অট্টালিকা
শোভিছে গগন-তলে।
কি দিব তুলনা ? তুলনা তাহার
নাহি এ ধরার মাঝ !
ভূলোকে অতুল তাজ-অট্টালিকা
সেহ হারি মানে লাজ !
পরীর আলয় স্বপনে দেখিয়া
বুঝি কোন শিল্পকর
রচিলা সে তাজ করিয়া সুন্দর
মানবের মনোহর।
শুভ্র চন্দ্র-করে শিলা ধৌত করি
রাখিয়াছে যেন গাঁথি ;
চুনী পান্না মণি হীরক প্রবাল
তাহাতে সুন্দর পাঁতি ;
লতায় লতায় শোভে ভিত্তিকায়
কতই হীরার ফুল ;
মণি পদ্মরাগ মণি মরকত
সৌন্দর্য্য শোভা অতুল ;
নীল কৃষ্ণ পীত লোহিত বরণ
মাণিকের কিবা ছটা ;
মাণিকের লতা মাণিকের পাতা
মাণিকের তরুজটা ;
চামেলি, পঙ্কজ, কামিনী, বকুল,
কত যে কুসুম তায়
রতনে খচিত রতনে জড়িত
ভিত্তি-অঙ্গে শোভা পায় ;

কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড়
সুন্দর পদ্মের শ্রেণী
খুদিয়া পাষাণে করেছে কোমল
যেন নবনীতে ফেণি ;
দেখিলে আলয় পাষাণ বলিয়া
নাহি হয় অনুমান ;
ভ্রমে ভুলে আঁখি উপজে প্রমাদ
পুষ্পতনু হয় জ্ঞান !
ভিতরে প্রবেশি শিলা-অঙ্গে আভা
আহা কিবা মনোহর,
যেন সে পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না
ঝরে তাহে নিরন্তর।
এ হেন সুন্দর অট্টালিকা-তাজ,
তুলনাতে সেহ ছার।
নিরখি আসিয়া অট্টালিকা সেথা,
হেরে হই চমৎকার।
কত কাচখণ্ড স্থানে স্থানে মরি
জ্বলিছে প্রাসাদ-গায় ;
যেন মনোহর সহস্র মুকুর
প্রদীপ্ত আছে প্রভায়।
হেরি কত প্রাণী প্রবেশিছে তায়
ম্লান-মুখ মৃদুগতি,
চিন্তা-সমাকুল বদন নয়ন
শরীরে নাহি শকতি ;
কতই যতনে ধরেছে হৃদয়ে
সুগন্ধি কাষ্ঠের পুট,
মুখে মৃদু রব করিছে নিয়ত
সুমধুর অর্দ্ধ স্ফুট ;
খুলিয়া খুলিয়া পুট হৈতে তুলি
দ্রব্য করি বিনির্গত।

রাখি বক্ষ'পরে ধীরে লয় ঘ্রাণ
আদরে যতনে কত,
কখন বা দুঃখে করিছে চুম্বন
সে পুট হৃদয়ে রাখি,
কখন মস্তকে করিছে ধারণ
মনস্তাপে মুদি আঁখি।
এরূপে আলয়ে করিয়া প্রবেশ
ভ্রমে তাহে কত ক্ষণ;
শেষে ধীরে ধীরে আসি ভিত্তি-পাশে
ঈষৎ তুলে বদন,
যেমনি নয়ন পড়ে কাচ-অঙ্গে
অমনি মধুর হাস,
বদন নয়ন অধর ওষ্ঠেতে
ক্ষণে হয় পরকাশ।
তখনি বিরূপ হয় পূর্ব্বভাব
ভুলে যত পূর্ব্বকথা;
হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অন্তরে
গৃহে ফিরে নব প্রথা।
অট্টালিকা-দ্বারে আশা-সহচরী
ভ্রান্তি হাতে দেয় তুলে
কৌটা নব নব হেরিতে হেরিতে
পূর্ব্বভাব সবে ভুলে।
কত প্রাণী হেন হেরি কাচখণ্ড
ফিরে সে আলয় ছাড়ি
সহাস্য বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ
চলে নানারূপে ঝাড়ি।
আশার কুহকে চমকিত মন
বসি সে সোপান'পর;
আদেশে তাহার উঠি পুনর্ব্বার,
ধীরে হই অগ্রসর।

অষ্টম কল্পনা

ব্রহ্মবন্দনা ও সরস্বতী-অর্চ্চনা।

ব্রহ্মাণ্ড ভুবন সৃজন যাঁহার,
প্রাণী বিরচিত যাঁর,
যে জন হইতে জগত পালন,
যিনি জীব-মূলাধার;
রবি, শশধর, পবন, আকাশ,
জ্যোতিষ্ক, নক্ষত্রদল,
জীমূত, জলধি, পর্ব্বত, অরণ্য,
হ্রদিনী, ধরিত্রী, জল,
নিনাদ, বিদ্যুৎ, অনল, উত্তাপ,
হিম, রৌদ্র, বাষ্প, বাস,
পুষ্প, বিহঙ্গম, ফল, বৃক্ষলতা,
লাবণ্য, আস্বাদ, শ্বাস,
বাক্য, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন,
স্মৃতি, চিন্তা সুখকর,
সৃজন যাঁহার প্রেম, ভক্তি, আশা,
পালন পৃথিবী'পর;
জগত-ভূষণ মানব-শরীর,
মানব-ভূষণ মন,
সৃজিলা যে জন নমি আমি সেই
দেব নিত্য সনাতন।
করেছি প্রবেশ দুর্গম কান্তারে,
দুরাশা বামন হৈয়ে
ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়া
শিশুর উৎসাহ লৈয়ে;
দুরন্ত বাসনা আশার কাননে
ভ্রমিব পৃথিবীময়;

কর কৃপা দান কৃপানিধি প্রভু
হর ভ্রান্তি, হর ভয়।
পথের সম্বল নাহি কিছু মম
অবলম্ব সুধু আশা,
জ্ঞান চিন্তাহীন বোধ বিদ্যাহীন
অঙ্গহীন খর্ব্ব ভাষা ;
যশঃ তৃষাতুর, ক্ষিপ্ত অভিলাষ
পীড়িত করে হৃদয়,
সর্ব্বশক্তিময়, তব শক্তি বিনা
বাঞ্ছা পূর্ণ কভু নয়।
কর দয়াময় দয়াবিন্দু দান,
আমি ভ্রান্ত মূঢ়মতি,
জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ
অচিন্ত্য চরণে নতি।—
তুমিও গো দয়া কর মা ভারতী,
দেও মনোমত ফুল,
সাজাই কানন বাসনা যেরূপ
তুষিতে বান্ধবকুল ;
খোল মা বারেক উদ্যান তোমার,
প্রবেশ করিব তায়,
তুলিয়া আনিব গুটিকত ফুল
গাঁথিতে নব মালায় ;
নাহি সে সুবর্ণ রজতের কুঁজি
অদৃষ্টে আমার ঠাঁই,
বিহনে সাহায্য জননি তোমার,
কাননে কেমনে যাই।
কত চিত্র মাতঃ! দেখি চিত্ত-পটে,
বাসনা অক্ষরে আঁকি,
বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে
অন্তরে লুকায়ে রাখি।

পূর্ণ কর মাতঃ, মূঢ়ের বাসনা
রসনাতে দিয়া বাণী,
বর্ণে যেন পাই শত অংশ তার
যে চিত্র মানসে মানি ;
মানবের হৃদি আঁকি চিত্র-পটে
রচিব আশার বন।
জননি, তোমার করুণা-বিহনে
কোথা পাব কিবা ধন!
দেও গুটিকত মানস-রঞ্জন
কুসুম তোমার তুলে,
পূরাই বাসনা, আশার কানন
সাজাই তোমার ফুলে!

নবম কল্পনা

বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ—আশার অন্তর্দ্ধান—বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন। শোকারণ্য—তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ—শোকের মূর্ত্তি দর্শন ও তাহার পরিচয়।

আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে
আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর,
জিজ্ঞাসি তাহারে কোন্ পথে এবে
ভ্রমিব তাহার পুর ;
জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন—
সকলি সৌন্দর্য্যময় ?
কোন স্থানে কিছু সে কানন-মাঝে
কলঙ্ক-অঙ্কিত নয় ?
শুনি হাসি আশা অতি সুমধুর
কহিলা আমার কাণে
"পাইবে দেখিতে ভুলিবে যাহাতে
উতলা হৈও না প্রাণে ;

চল এই পথে" হেন কালে হেরি
জ্যোতির্ম্ময় ঋষি-বেশ,
তেজঃপুঞ্জ ধীর, অমল-বদন
শ্বেত-শ্মশ্রু, শ্বেত-কেশ
প্রাণী একজন আসি উপনীত
শিরেতে কিরণ-ছটা,
ছায়াশূন্য দেহ দেবের সদৃশ,
অঙ্গেতে সৌরভঘটা ;
কহিলা আমারে "কুহকে ভুলিয়া
কোথা, বৎস, কর গতি !
দেখিছ যে অই আশা মায়াবিনী,
বড়ই কুটিলমতি।
করো না প্রত্যয় উহার বচনে
ভুলো না উহার ছলে,
হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না
কদাপি অবনীতলে !
ছিল সত্য আগে অমর-আলয়ে,
সদা সত্যপ্রিয় অতি,
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা না জানিত কভু,
সরল সুন্দর গতি !
বলিত যাহারে যখন যেরূপ
ফলিত বচন তথা;
ত্রিলোক ভুবনে আছিল সুখ্যাতি
মিথ্যা না হইত কথা।
ছিল বহু দিন সুখে স্বর্গধামে
ক্রমে দৈববিড়ম্বনা—
দানব দুরন্ত স্বর্গ লৈল হরি
অমরে করি ছলনা।
ইন্দ্রাদি দেবতা দনুজ-দৌরাত্ম্যে
স্বর্গপুরী পরিহরি,

ধরি ছদ্মবেশ করিলা ভ্রমণ
আসিয়া পৃথিবী'পরি ;
স্বার্থ-পরবশ আশা না আইসে
অমরাবতীতে থাকে ;
দানব-রাজত্ব- সময়ে স্বর্গেতে
স্বর্গের দুয়ার রাখে,
সেই পাপে ইন্দ্র দিলা অভিশাপ
গতি হ'বে ধরাতলে,
মানব-নিবাসে হইবে থাকিতে
চির দিন ভূমণ্ডলে।
তদবধি দুঃখে ভ্রমে কুহকিনী
ঘুরিয়া পৃথিবীময়,
কহে যত বাণী সকলি নিস্ফল,
সকলি অলীক হয়।
চিরকাল হেন ভ্রমে এ কাননে
ভুলায়ে মানব যত,
নাহিক বিরাম ভ্রমে দিন দিন
শঠতা করি সতত।
নিরখি তোমারে সুকুমার অতি
সরল নির্ম্মল মন,
পড়িলা বিপাকে উহার সংহতি
এখানে করি গমন ;
করিয়া গোপন রেখেছে তোমারে
এ কানন গূঢ় স্থল।
আ(ই)স সঙ্গে মম আমি চেতাইব
দেখাইব সে সকল।"
ঋষির বচন শ্রবণে কৌতুকী
আশার উদ্দেশে চাই,
হেরি চারি দিক্ কোন দিকে তারে
নিরখিতে নাহি পাই।

ঋষি কহে "বৎস, পাবে না দেখিতে
এখন তাহারে আর ;
আমার নিকটে থাকে না সুস্থির
এমনি প্রকৃতি তার।
দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার
অদৃশ্য হইলা ছলে,
গেলা ভুলাইতে অন্য কোন জনে,
আনিতে কাননস্থলে।"
শুনিয়া সে কথা তখন যেমন
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ;
নিছুলি ঘুচিলে উঠে যেন প্রাণী
পলাইলে পরে চোর!
কথায় প্রত্যয় হইল তাঁহার,
অগত্যা পশ্চাতে যাই,
আশাপুরী-প্রান্তে গাঢ়তর এক
অরণ্য দেখিতে পাই।
ঋষি কহে "বৎস, ভ্রমে এইখানে
আশাদগ্ধ প্রাণী যারা—
পতি, পুত্র, ভ্রাতা, দারা, বন্ধু, পিতা,
জননী, বান্ধব-হারা।"
বাড়িল কৌতুক, যাই দ্রুতগতি
বন-দরশন আশে ;
অরণ্য-নিকটে আসিয়া অস্থির,
স্তম্ভিত হইনু ত্রাসে।
যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর,
বায়ুমুখে মেঘ ছুটে,
অতি ঘোরতর দূর হ(ই)তে শূন্যে
হুহু শব্দ বেগে উঠে ;
কানন হইতে তেমতি উচ্ছ্বাসে
উঠিছে গভীর রব ;

শুনিয়া সে ধ্বনি কানন-বাহিরে
পরাণী নিস্তব্ধ সব ;
ঘন হাহা রব, প্রচণ্ড নিশ্বাস,
উঠিছে ঝটিকা সম ;
কভু শান্ত ভাব কভু ভয়ানক
এই সে তাহার ক্রম।
প্রবেশের মুখে সে অরণ্য-পাশে
দেখি প্রাণী একজন,
অতি ম্লান ভাব, হাতে ফুলমালা,
দুঃখেতে করে ভ্রমণ ;
পড়িয়াছে কালি বদন-মণ্ডলে,
গভীর চিন্তার রেখা,
ফেলি অশ্রুধারা চাহি ধরা-পানে
সতত ভ্রমিছে একা।
দেখিয়া তাহার কাতর অন্তর
উপনীত হই কাছে,
জিজ্ঞাসি কি হেতু ভ্রমে সেইখানে
কত দিন সেথা আছে ?
কহিল সে জন "আশার কাননে
আছি আমি বহু দিন ,
ভ্রমি এইরূপে দিবা বিভাবরী,
শরীর করেছি ক্ষীণ ;
পক্ষ ঋতু মাস, বৎসর কতই,
অতীত হইল, হায়,
তবু কা'র গলে নারিলাম দিতে
এ ছার স্নেহ-মালায়।
কত যে পুরুষ, কত যে রমণী,
সাধনা করিনু কত—
গ্রহণ করিতে এ কুসুম-দাম
কেহ সে নহে সম্মত।

না জানি কি বুঝে পলায় অন্তরে
নিকটে দাঁড়াই যার ;
তুলে যদি কভু দেই কা'র হাতে
ঠেলি ফেলে এই হার।
আহা কত প্রাণী হেরি এ কাননে
কতই আনন্দ পায়।
কি কব বিধিরে এ-হেন অমৃত
নাহি সে দিলা আমায়।
ভাবি কত বার ছিঁড়িব এ দাম,
ছিঁড়িতে নাহিক পারি ;
তাই দুঃখে ত্যজি প্রণয়ের ভূমি
এ বনে হয়েছি দ্বারী।"
এত কৈয়ে যায় দ্রুতবেগে চলি,
চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল ;
শুনিয়া কাতর অন্তরে যেমন
জ্বলিল কূট গরল।
ঋষির সংহতি প্রবেশি অরণ্যে
হেরি এবে চারি দিক্—
জর্জ্জরিত তরু, লতা, গুল্ম, পাতা
আকীর্ণ রাশি বল্মীক।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে এথা তরুশাখা,
ওথা উন্মুলিত দারু ;
হেলিয়া কোনটি রয়েছে শূন্যেতে
হৃত পুষ্প ফল চারু ;
কাহার পল্লব ভাঙ্গিয়া ঝুলিছে,
বিকৃত কাহার চূড়া ;
বিদ্যুৎ-আহত বিশীর্ণ কোনটি
মাটিতে পড়িছে গুঁড়া ;
যেন বা দুরন্ত অনল-দাহনে
উচ্ছিন্ন করেছে তায়—

সে শোক-কানন শোভা-বিরহিত
দেখিতে তাহার(ই) প্রায়।
নিরখি আশ্চর্য্য প্রাণী সে কাননে
দুই রূপ, দুই ভাগে,
ধায় পরস্পর কানন-ভিতরে,
পাছে এক, অন্য আগে ;
জীবিত যাহারা তাহারা পশ্চাতে,
অগ্রভাগে ছায়া যত ;
কানন-ভিতরে করে পরিক্রম
অবিশ্রান্ত অবিরত।
হা হতোঽস্মি রব, শিব শিব ধ্বনি,
সতত জীবিত মুখে ;
ছায়াবৃন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ভ্রমিছে মনের দুখে।
কত যে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে
প্রসারিয়া দুই বাহু ;
বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন,
গ্রাসিয়াছে যেন রাহু।
কত শিশু-ছায়া ধায় অগ্রভাগে,
নিকটে আসিলে, হায়,
অমনি সরিয়া ফিরে ফিরে চাহি
দূরেতে পলায়ে যায়।
কোন বা যুবক বৃদ্ধের আকৃতি
ছায়ার পশ্চাতে ধায় ;
ছায়া স্থির রহে যুবা ছুটি আসি
আলিঙ্গন করে তায় ;
কোথা আলিঙ্গন, বৃথা সে পরশ,
শূন্য বাহু বক্ষঃস্থলে।
যুবা দীর্ঘশ্বাসে ছায়া নিরখিয়া
ভাসে তপ্ত অশ্রুজলে।

কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে
বাড়াইয়া দুই হাত ;
বহু দিন পরে যেন পুনরায়
দেখা পায় অকস্মাৎ ;
কহে অনুনয় বিনয় করিয়া
"আ(ই)স সখে এক বার,
বাহুতে জড়ায়ে তব কণ্ঠদেশ
নিবারি চিত্তের ভার।
বহু দিন সখে ভাবি নিরন্তর
অই সুপ্রসন্ন মুখ ;
নামে জপমালা করি করতলে
সম্বরি মনের দুখ।
বদন আকৃতি সকলি তেমতি
সমভাব সেই সব,
তবে কেন সখে কাছে গেলে সর,
কেন নাই মুখে রব।"
কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছুটিতে
কোন এক ছায়া-পাছে—
"আ(ই)স ফিরে ঘরে ভাই প্রাণাধিক,
চল জননীর কাছে ;
দিবা নিশি হায় করিছে ক্রন্দন
জননী তোমার তরে ;
সাজায়ে রেখেছে সকলি তেমতি
সাজায়ে তোমার ঘরে ;
সেই ঘর আছে, আছে সেই জায়া,
ভাই, বন্ধু সেই সব,
সেই দাস দাসী, সেই পরিজন,
গৃহে সেই কলরব ;
কমলের দল সদৃশ তোমার
শিশুরা ফুটেছে এবে ;

আ(ই)স ফিরে ঘরে ক্রোড়ে করি তায়
বদন আঘ্রাণ নেবে ;”
বলিয়া দুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন
পশ্চাতে ধাইছে তার,
ছায়ারূপী প্রাণী না শুনে সে কথা
দূরে যায় পুনঃ আর।
আহা সুরূপসী রামা কোন জন
দুই বাহু উৰ্দ্ধে তুলি
ছুটে উৰ্দ্ধশ্বাসে “নাথ নাথ” বলি
কুন্তল পড়িছে খুলি,
“দাঁড়াও বারেক ক্ষণকাল, নাথ,
জুড়াক তাপিত বুক,
বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে
অই শশিসম মুখ ;
ভ্রমি অনিবার এ আঁধার বনে
বরষ বরষ হায়!
সাগর-সলিলে ধ্রুবতারা যেন
নাবিক নিরখি যায়।
উঠিছে তরঙ্গ চারি পাশে তার
তরণী ছুটিছে আগে,
অনিমেষ আঁখি দেখিছে চাহিয়া
আকাশের সেই ভাগে!
সেইরূপে নাথ জাগি দিবা নিশি
সেইরূপে দুঃখে চাই ;
তবু এ দুরন্ত অকূল সাগরে
কূল নাহি খুঁজে পাই ;
কবে পুনরায় আবার তেমতি
পাইব হৃদয়ে স্থান!
শুনিব মধুর সুধা-সম স্বর
জুড়াবে শরীর প্রাণ!”

এইরূপে সেথা কত শত জন
ছায়া অন্বেষণ করি,
ভ্রমিছে আক্ষেপ- রোদন করিয়া
আঁধার কানন ভরি ;
ভ্রমে অবিচ্ছেদ, সদা খেদস্বর
শিরে বক্ষে করাঘাত,
ঘন দীর্ঘশ্বাস, অবিরল ধারা
যুগল নয়নে পাত।
তাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল
দুঃখেতে পূরে হৃদয়,
কহি, হায় বিধি নবীন পঙ্কজ
শুকালে এমন হয়!
সৃষ্টির গৌরব প্রকাশিত যায়
এ-হেন তরুণী-মুখ
তাপদগ্ধ হৈয়ে মানবের মনে
দেয় কি এতই দুখ!
হীরা, মুক্তা, চুনী, বিধু, পদ্মফুলে
কলঙ্ক দেখিতে পারি ;
তরুণীর মুখে দগ্ধ শোকছায়া
কদাপি দেখিতে নারি!
এরূপে আক্ষেপ করিয়া তখন
ক্রমে হই অগ্রসর ;
ক্রমশঃ বাতাস বেগে অল্প অল্প
আঘাতে বদন'পর।
ক্রমে অগ্রসর হই যত আরো
বায়ু গুরুতর তত ;
গাছের পল্লব লতা পাতা ক্রমে
বায়ুভরে অবনত।
ক্রমে বৃদ্ধি ঝড় প্রবল পবন
বুকে মুখে বেগে পড়ে ;

অতি কষ্টে ধীরে হই অগ্রসর,
স্থির হৈতে নারি ঝড়ে।
যথা অন্তরীক্ষে বায়ু প্রতিমুখে
বিহঙ্গ যখন ধায়,
আগু হৈলে কিছু প্রবল বাতাসে
দূরে ফেলে পুনরায়,
পক্ষ প্রসারিয়া স্থির ভাবে কভু
বহু ক্ষণ শূন্যে রয় ;
আগু হ(ই)তে নারে না পারে ফিরিতে
অবিচল পক্ষদ্বয় ;
সেইরূপে যাই জিজ্ঞাসি ঋষিরে
কহ এ কি তপোধন—
কোথা হ(ই)তে হেন এই স্থানে বেগে
এরূপে বহে পবন ?
অন্য দিকে হেরি ঝড়ের আকার
কিছু নাহি হয় দৃষ্টি ;
বহিছে এখানে প্রচণ্ড বাতাস
এ কি অদভুত সৃষ্টি ?
ঋষি কহে "বৎস, চল কিছু আগে
স্বচক্ষে দেখিবে সব ;
কোথা হ(ই)তে ইহা কখন কি ভাব
কিরূপে হয় উদ্ভব।"
যাইতে যাইতে দেখি এক স্থানে
প্রচণ্ড ঝটিকা বহে ;
সম্মুখে তাহার পশু পক্ষী জীব
তৃণ আদি স্থির নহে ;
ধূলিতে ধূলিতে গগন আচ্ছন্ন,
ঘন বেগে শিলাপাত ;
বৃষ্টিধারারূপে বরিষে কঙ্কর
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

যথা সে তরঙ্গ সাগর হইতে
প্রবেশি নদীর মুখে
মত্ত বেগে ধায় তুলারাশি হেন
ফেনস্তূপ লৈয়ে বুকে,
ছুটে তরী-কুল তীর সম তেজে,
তীরেতে আছাড়ি পড়ে ;
তরঙ্গ-তাড়িত বেগে পুনরায়
নদীগর্ভে ধায় রড়ে ;
সেইরূপ এথা কত শত প্রাণী
ঝড়মুখে বেগে ধায়,
ঘন রুদ্ধশ্বাস আকুল কুন্তল
ধরা না পরশে পায় ;
কত শত যুবা বৃদ্ধ নর নারী
বিধাবিত বেগে ঝড়ে,
কভু এক স্থানে কভু অন্য দিকে
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে।
নিরখি সেখানে কিরণ ঢাকিয়া
আকাশে পড়েছে ছায়া,
বরষায় যথা তপন ঢাকিয়া
প্রকাশে মেঘের কায়া।
অথবা যেমন শূন্যে পঙ্গপাল
উড়িলে আঁধার-জাল,
পড়ে ধরাতলে ছায়া বিছাইয়া
ঢাকিয়া গগন-ভাল
তেমতি আকার ছায়া সে প্রদেশে
আঁধারিয়া নভঃস্থল,
ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিছে শূন্যেতে
ছন্ন করি সে অঞ্চল।
অস্থির শরীর ছায়ার পরশে
শুষ্ক কণ্ঠ, রুদ্ধ স্বর,

চঞ্চল নয়ন তপোধন-পাশে
নিরখি শূন্যের 'পর ;
যেন কালি-মাখা ঘোর গাঢ় মেঘ
শূন্যপথে উড়ি যায় ;
ঝড়বেগে গতি দুলিয়া দুলিয়া
ধূম বিনির্গত তায়।
ভ্রমিছে সে মেঘ অন্ধকার করি
প্রসারে আকাশ যুড়ে ;
সে মেঘের ছায়া পড়ে যার গায়
উত্তাপে তখনি পুড়ে।
শুকায় রুধির শরীরে আমার
তুণ্ডে নাহি সরে ভাষ,
অশ্রুপূর্ণ আঁখি ঋষির বদন
নিরখি পাইয়া ত্রাস।
ঋষি কহে "বৎস, অই কাল মেঘ
এ আশা-কাননে শিখা ;
বৃথা যে এ বন উহার(ই) শরীরে
কালির অক্ষরে লিখা।
পক্ষী নহে উহা ও কালি মূরতি
করাল কালের ছায়া,
প্রাণিগণে দহি ঘুরে নিত্য এথা
এরূপে প্রসারি কায়া।"
বলিতে বলিতে ভুলিয়া আপনা
তপোধন কয় শোকে—
"হায় রে বিধাতঃ, এ কালিম ছায়া
ছড়ালি কেন ভূলোকে !
জগতে যা আছে মধুর সুন্দর
গঠিয়া তাহার পর
গঠিলে বিধাতঃ সকলের শ্রেষ্ঠ
প্রাণীরূপ মনোহর ?

বিষমাখা তার কণ্টক আবার
গঠিলে কেন এ কাল ?
মর্ত্তে পাঠাইয়া স্বর্গের পুতলি
পথে দিলে কাঁটাজাল !
সুচিত্র পটেতে কালি মাখাইতে
কেন এত ভাল বাস ?
জগতের সুখ নিদারুণ বিধি
এরূপে কেন বিনাশ ?"
এরূপে বিলাপ করেন সে ঋষি
আতঙ্কে সম্মুখে চাই,
দূর প্রান্ত দেশে গৈরিক-মিশ্রিত
স্তূপ নিরখিতে পাই।
সেই স্তূপ-অঙ্গে অন্ধ গুহা এক,
উত্থিত হইয়া তায়,
ঘন ঘন শ্বাস প্রচণ্ড বাতাস
ঝড়ের আকারে ধায়।
অতি কষ্টে দোঁহে সেই গুহা-পাশে
আসি হই উপনীত ;
নিকটে আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত,
ভয়ে চিত্ত চমকিত।
গহ্বর-ভিতরে বসি এক প্রাণী
প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়ে ;
সেই দীর্ঘশ্বাসে জনমি বাতাস
ঝড় সম বেগে বাড়ে।
কালির বরণ পাষাণ-নির্ম্মিত
যেন সে কঠিন কায়া ;
শরীরে বিস্তৃত যেন অন্ধকার
ঘোরতর গাঢ় ছায়া।
মাঝে মাঝে মাঝে কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ
হুঙ্কার-ধ্বনি নাসায় ;

ছিন্ন ভিন্ন বেশ, রুক্ষ ধূম্র কেশ
মস্তকে বিচ্ছিন্ন, হায়!
করে আচ্ছাদন করিয়া বদন
বসি ভাবে হেঁট মাথা;
বসি হেন ভাব যেন সে মূরতি
সেই গুহা-অঙ্গে গাঁথা।
সম্ভাষি আমারে কহে তপোধন
"শোকমূর্ত্তি এই হের,
আশার কাননে ইহা হ(ই)তে ঘটে
বহু বিঘ্ন বহু ফের।"
ঋষিরে জিজ্ঞাসি কেন তপোধন
মুখে আচ্ছাদন-কর?
না দেখিনু কভু বদন হইতে
উহা ত হয় অন্তর।
সে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
শোকমূর্ত্তি দুঃখে বলে,
বলিতে বলিতে করের অঙ্গুলি
তিতিল নয়নজলে;
"এ কথা জান না কে তুমি এখানে
ভ্রমিছ আশাকানন;
শিশু নহ তাহা বুঝিয়াছি স্বরে,
হবে কোন যুবাজন।
আমি হতভাগ্য আছি এই স্থানে
চারি যুগ এই হাল;
বিধাতা আমায় করিলা সৃজন
করিয়া লোক-জঞ্জাল।
মৃত্যু নাই মম যে আসে নিকটে
সেই পায় নানা ক্লেশ;
সেই হেতু এথা থাকি এ নির্জ্জনে
দুঃখে ছাড়িয়াছি দেশ।

না দেখাই কারে এ ছার বদন
তাহার কারণ বলি—
দেখিব যাহারে, বিধাতার শাপে
তখনি সে যাবে জ্বলি।
কত অনুনয় করিনু বিধির
লইতে এ পাপ প্রাণ,
এ কাল-কটাক্ষ হইতে আমার
প্রাণীরে করিতে ত্রাণ ;
না শুনিলা বিধি শুধু এই বর
দিলা সে করুণা করি—
শিশুর বদন হেরিতে কেবল
পাইব নয়ন ভরি ;
এ কটাক্ষ-দাহ শিশুরে কেবল
দাহন করিতে নারে,
নতুবা মুহূর্ত্তে দগ্ধ করি তাপে
অন্য প্রাণী সবাকারে ;
কোথা নাহি যাই থাকি একা এথা
তবু সে বিধি আমায় ;
বিড়ম্বনা করে প্রেরিয়া পরাণী
আমারে কত জ্বালায় ;
বর্ষে যত বার খুলি দগ্ধ আঁখি
তখন(ই) যে থাকে কাছে,
তার সম বুঝি আশার কাননে
অভাগা নাহিক আছে।
আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে
সহস্র সহস্র প্রাণী
ভ্রমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষ-দোষে,
শুনায়ে কাতর বাণী।
না থাক এখানে যাও অন্য স্থান
বাঁচিতে যদ্যপি চাও ;

আমার নিকটে থাকিয়া এখানে
কেন এ সন্তাপ পাও।”
যথা যবে কোন গৃহীর আলয়ে
মৃত্যু উপস্থিত হয়,
রোদন-নিনাদ বিলাপ-শোচনা
বিদীর্ণ করে আলয় ;
তখন যেমন বন্ধু কোন জন
বিমর্ষ মলিন বেশ,
কালের ছায়াতে কালিম বদন
বাহিরায় বহির্দ্দেশ ;
অন্ধকারময় হেরে চারি দিক্
ব্রহ্মাণ্ড মলিন-কায় ;
শুষ্ক কণ্ঠ তালু ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস
হৃদয় জ্বলে শিখায় ;
ধরাতল যেন অধীর হইয়া
সতত কাঁপিতে থাকে,
ভয়ে ভয়ে যেন কণ্টক-উপরে
ধরাতে চরণ রাখে ;
সেইরূপে এবে নিরখিয়া শোক
করি স্থান পরিহার,
যাই ঋষি-সহ ঋষি কহে মৃদু
বদনে চিন্তার ভার ;—
“নিরখিলা শোক নিরখিলা তার
অরণ্যে কাল-প্রতিমা ;
চল যাই এবে দেখিবে আশার
কোথা সে কাননসীমা।”

দশম কল্পনা

নৈরাশক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশ—তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—হতাশের মূর্ত্তিদর্শন ও নিদ্রাভঙ্গ।

ধীরে ধীরে ঋষি চলে আগে আগে,
পশ্চাতে করি গমন ;
শোকারণ্য ছাড়ি অন্য ধারে তার
উপনীত দুই জন।
কঠিন মৃত্তিকা, নিম্ন উচ্চ ভূমি,
ধরা নহে সমতল ;
চলিতে চরণ স্থির নাহি রহে,
সে পথ হেন পিচ্ছল।
নাহি ডাকে পাখী, তরুর শাখায়
নীরবে বসিয়া রয় ;
বিনা বায়ুবেগ নিত্য তরুতলে
ঝরে লতা পত্রচয়।
ক্রীড়ায় নিবৃত্ত ব্যাধগণ যবে
উজাড় করিয়া বন,
ফিরে গৃহমুখে, ত্যজিয়া কানন
আনন্দে করে গমন ;
তখন যেমন ছাড়ি নানা দিক্
পুনঃ ফিরে যত পাখী,
ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধারে
ভয়ে না প্রবেশে শাখী।
নিরখি আসিয়া এথা সেই ভাবে
আছে যত নিকেতন,
চারি ধারে তার ভ্রমে নিরন্তর
হতাশ পরাণিগণ,
সাহস না করে পশিতে ভিতরে
ক্ষুন্নমন, নতশির,

শুষ্ক কণ্ঠদেশ, শুষ্ক রুক্ষ বেশ,
নয়নে না ঝরে নীর।
হেরি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে
দেহে যেন নাহি বল,
শুষ্ক নীলোৎপল মুখছবি যেন,
করে চাপে বক্ষঃস্থল।
কত যুবা, আহা, নত পৃষ্ঠদণ্ড
চলে হেন ধীরে ধীরে,
প্রতি পাদক্ষেপে যেন রেণু গুণি
নিরখে মহী-শরীরে।
হেন ধীর গতি তবু কত জন
পড়ে নিত্য ভূমিতলে,
স্খলিত চরণ ধূলিতে লুটায়
পিচ্ছল সেহ অঞ্চলে।
পড়ে ক্ষিতিপৃষ্ঠে চলিতে চলিতে
বৃদ্ধ প্রাণী কত জন;
উঠিতে শকতি নাহিক আশ্রয়,
আশ্রয়ে ধরে পবন।
কোথাও পরাণী হেরি শত শত
বসিয়া দুর্গম স্থানে,
অনিমেষ আঁখি নীরস বদন
নিত্য হেরে শূন্য পানে;
চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে
চাহিয়া তাহার পথ
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, বলে "হা বিধাতঃ,
ভাল দিলে মনোরথ;
করি বড় সাধ ধরিলাম হৃদে
কৃপণের যেন মণি,
এখন সে আশা হয়েছে গরল
দংশিছে যেমন ফণী।

কেন বিধি হেন আশ্বাসে ভুলায়ে
জ্বালিলে হৃদয়ে শিখা ?
জানিতে যদ্যপি অগ্রে এ ললাটে
এ হেন অভাগ্য লিখা !”
এরূপে বিলাপ করিছে অনেকে,
কেহ বা উঠিয়া ধায়,
ভাবে যেন শূন্যে কোন সে আকৃতি
সহসা দেখিতে পায়।
গিয়া দ্রুতপদে করতল যুড়ে
বাহু প্রসারণ করি ;
বাতাস মিলায় ঘুচে সে প্রমাদ,
পালটে আশা সম্বরি,
ফিরে অধোমুখ বসিয়া আবার
দিনমণি-পানে চায়,
দেখে শূন্যমার্গে ধীরে ধীরে সূর্য্য
গগনে ভাসিয়া যায়।
নিরখি সেখানে প্রাণী অন্য কত
মনস্তাপে ধীরে ধীরে
কণ্ঠ হ(ই)তে খুলি কুসুমের হার
নিরখিছে ফিরে ফিরে ;
করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে
পদতলে দৃঢ় চাপি ;
নেত্রে অশ্রুবিন্দু ফেলি মুহুর্ম্মুহু
উঠিছে সঘনে কাঁপি ;
পদাঘাতে চূর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে মালা পড়ে যখন ;
“উদ্‌যাপন” বলি ছাড়িয়া নিশ্বাস
সে প্রাণী করে গমন।
দেখি কত জন বসিয়া নির্জ্জনে
ধীরে চিত্রপট খুলে,

নয়নের নীরে অঙ্কিত চিত্রের
একে একে রেখা তুলে ;
করিয়া মার্জ্জিত সর্ব্ব অবয়ব
নিরঙ্ক করিয়া পরে,
বিছায়ে বিছায়ে সেই চিত্রপট
দুই করতলে ধরে ;
পরশে হৃদয়ে পরশে মস্তকে
যতনে করে চুম্বন ;
পরে ছিন্ন করি ফেলি ধরাতলে
সন্তাপে করে গমন।
বলে "রে এখন(ও) বিদীর্ণ হলি নে
হায় রে কঠিন হিয়া।
কি ফল বাঁচিয়া এ হেন মধুর
আশা বিসর্জ্জন দিয়া ?
ভাবিতাম আগে না জানি কতই
কোমল মানব-মন ;
ছিল যত দিন আশার হিল্লোল
করিত হৃদে ভ্রমণ।
বুঝেছি এখন লৌহ-ধাতুময়
কঠোর নরের হৃদি ;
অনন্ত দুঃখের কারণ করিয়া
গঠিলা আমায় বিধি।"
কোনখানে দেখি প্রাণী শত শত
শয়ন করি ভূতলে,
পাষাণের ভার তুলিয়া বিষম
রাখিছে হৃদয়তলে ;
কাঞ্চন মুকুট, মণিময় দণ্ড,
হেম-বিমণ্ডিত অসি,
ধূলি-সমাচ্ছন্ন, প্রতি জন পাশে
পড়েছে কতই খসি ;

বলিছে "এখন বাঁচিয়া কি ফল
পাইয়া এ হেন ক্লেশ,
এ ছার সংসারে বৃথায় ভ্রমণ
ধরিয়া ভিক্ষুক-বেশ!
কত যে উৎসাহ কতই বাসনা
ধরিত আগে এ মন!
ভূধর-শরীর ভাবিতাম তুচ্ছ,
সামান্য তুচ্ছ গগন!
ভাবিতাম আগে জলধি গোষ্পদ,
ইন্দ্রপুরী ক্ষুদ্র অতি;
পরিণামে হায় হইল এ দশা,
এখন কোথায় গতি!"
বলিয়া এতেক ভগ্ন অসি লৈয়ে
হৃদয়ে করে প্রহার;
আবার ভূতলে পড়িয়া, বক্ষেতে
চাপায় পাষাণ-ভার;
উপরে উপরে শিলাখণ্ড তুলে
কতই চাপিছে বুকে;
করিছে আক্ষেপ কতই কাঁদিয়া
দারুণ মনের দুখে।
"কি কঠিন হিয়া" কহিছে কাঁদিয়া
"শিলা হেন হয় ছার,
না ভাঙ্গে সে বুক পরেছি যেখানে
বাসনা-ফণীর হার।"
বলিতে বলিতে উঠিয়া আবার
ক্রমে অগ্রভাগে যায়,
বৃক্ষ-অন্তরালে গিয়া কিছু দূরে
অরণ্য-মাঝে লুকায়।
বাড়িল কৌতুক কোথা প্রাণিগণ
এরূপে করে গমন

জানিতে বাসনা, ঋষির পশ্চাতে
চলিনু আকুলমন।
পশ্চাতে তাদের চলি কত দূর
ক্রমে আসি উপনীত;
অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি
হেরি হ'য়ে চমকিত;
হেরি চারি দিক্ যেন নিরন্তর
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয়;
নাহি বৃক্ষ লতা! পশু-পক্ষী-রব!
বিকলাঙ্গ সমুদয়।
বারিশূন্য মরু ধূ ধূ করে সদা,
চলিতে নাহিক পথ,
কঠিন কর্কশ লবণ-মৃত্তিকা
উত্তপ্ত অনলবৎ;
পদ তালু জ্বলে হেন তপ্ত বালু,
সে তাপ নাহিক জ্ঞান,
দিক্-হারা হৈয়ে ভ্রমে সেইখানে
পরাণী আকুল প্রাণ;
বাণীশূন্য মুখ, ধূলিপূর্ণ কেশ,
শরীরে কালিম মলা,
সে মরু-প্রদেশে ভ্রমে প্রাণিগণ
অন্তরে হ'য়ে উতলা;
বিশীর্ণ বদন, বরণ পাণ্ডুর,
নীরবে করে ভ্রমণ;
নিশীথ সময়ে প্রেতযোনি যথা
দগ্ধ চিত্ত, দগ্ধ মন।
হেরে মরু-দেশ তৃষিত অন্তরে
চায় সে ধূমল শূন্যে;
নিরখি সে ভাব শরীরে কণ্টক
হৃদয় পূরে কারুণ্যে।

আশাভগ্ন, হায়, কত নারী নর,
কত যুবা বৃদ্ধ প্রাণী
ভ্রমে এই ভাবে সে মরু-প্রদেশে
বদনে মলিন গ্লানি!
যাই যত দূর ক্রমশঃ ততই
নেহারি ধূম প্রগাঢ়!
ঘনঘটা যেন বিছায়ে আকাশে
তিমিরে ঢাকে আষাঢ়।
ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশ দিশ,
প্রবেশি যেন পাতাল;
উঠে নিত্য ধূম ফুটে ক্ষিতিতল
কজ্জল বর্ণ করাল।
মাঝে মাঝে মাঝে বিকট কিরণ
চমকি চমকি ছুটে;
কাল-কাদম্বিনী- কোলেতে যেমন
বিদ্যুৎ গগনে লুটে;
ভাতে তীব্র ছটা ধাঁধিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তে পুনঃ লুকায়;
গাঢ়তর যেন অন্ধকারজাল
সে মরু'পরে ছড়ায়।
সে বিকট জালে আকুল তরাসে
শিহরি চাহি তখন,
রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হৃদয়
নিস্পন্দ দুহ নয়ন;
দেখি স্থানে স্থানে কত শব-দেহ
সেই বারিশূন্য স্থলে,
বিকৃত বদন বিবর্ণ শরীর
লতারজ্জু বান্ধা গলে।
পীড়িত হৃদয় কাঁপিতে কাঁপিতে
দ্রুতবেগে করি গতি,

হেরি এইরূপ যাই যত দূর
বাহিয়া উত্তপ্ত পথি,
ক্রমে যত যাই তত উষ্ণ বায়ু,
উষ্ণতর শুষ্ক মহী,
উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারি দিক্
শরীর চরণ দহি।
ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত
ভয়ঙ্কর মরুভূমে,
শূন্য গুল্ম লতা হূ হূ করে দিক্
আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে :
হূ হূ জ্বলে বালি অনন্ত বিস্তার
দশ দিকে পরকাশ।
ধূ ধূ করে শূন্য অনন্ত শরীর
দেখিতে পরাণে ত্রাস।
লবণ-বালুকা- বিকীর্ণ প্রদেশ
দারুণ উত্তাপ অঙ্গে :
খেলে যেন তাহে অনলের ঢেউ
উত্তপ্ত বালুর সঙ্গে।
মরু মধ্যভাগে একমাত্র তরু
তাপে জীর্ণ কলেবর,
প্রাণী একজন তলদেশে তার
দাঁড়াইয়া স্থিরতর :
হাতে রজ্জু ধরি দৃঢ় করি তায়
বান্ধিছে কঠিন ফাঁস,
আরোপি শাখাতে পরিছে গলায়
ছাড়িয়া বিকট শ্বাস ;
ঝুলে তরুডালে শবদেহ যেন,
ঝুলি হেন কত ক্ষণ,
কণ্ঠ হইতে পুনঃ খুলিয়া আবার
রজ্জু করে উন্মোচন।

কখন অস্থির বেগে তরুতল
ত্যজিয়া উন্মাদ-প্রায়,
ছুটে মত্ত ভাবে সে মরু-প্রদেশে
প্রাণী সে কঙ্কালকায় ;
চলে দিক্ শূন্য করি হুহুঙ্কার
ফেনপুঞ্জ মুখে উঠে,
জ্বলন্ত বালুকা- তাপে দগ্ধীভূত
অস্থির চরণে ছুটে,
ছিন্ন করে দেহ নখে বিদারিয়া
দন্তে ছিন্ন করে ত্বচ্ ;
বান্ধিয়া অঙ্গুলে ছিঁড়ে কেশজটা
মস্তক করে বিকচ ;
রুধিরাক্ত তনু ধায় দশ দিকে
প্রাণিগণে খেদাইয়া—
আশাভগ্ন প্রাণী যত সে প্রদেশে
সম্মুখে ভ্রমে ছুটিয়া।
জ্বলে মরুমাঝে অনলের কুণ্ড
বিপুল মুখব্যাদান
ধূমল কালিম বজ্র ধাতু সম
শিলাখণ্ডে নিরমাণ ;
উঠে বহ্নি-শিখা ভীম কুণ্ড-মুখে
জিহ্বা প্রসারণ করি ;
ছুটে ছুটে উঠে দূর শূন্যপথে
ভীষণ গর্জ্জন ধরি ;
লিহি লিহি করি উঠে বহ্নিজ্বালা
কূপ হইতে ভীম রঙ্গে ;
জিহি লক্ লক্ ছুটিতে ছুটিতে
প্রসারে যেন ভুজঙ্গে ;
আনি প্রাণিগণে ধায় একে একে
সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর

সে অনল-কুণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
নিক্ষেপে বহ্নির 'পর।
ঋষি কহে "বৎস, হের রে হতাশ
হতাশ-কূপ নেহার;
আশার কাননে পরিণাম এই
নিরূপিত বিধাতার!"
নেহারি আতঙ্কে কম্পিত শরীর,
ভয়ে শিরে কাঁপে কেশ—
ধূ ধূ করে দিক্ অনন্ত ব্যাদান
বালুময় মরুদেশ;
জ্বলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে
আশাভগ্ন নারী নর
দশ দিক্ হৈতে হতাশ-তাড়িত
পড়ে তাহে নিরন্তর।
হেরি ক্ষণ কাল সে অনল-কুণ্ড
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ;
বলি, "শীঘ্র ঋষি পরিহরি ইহা
চল কোন অন্য স্থান।
যেন সে কোন বা অর্ণবের কূলে
বসি নিরখিলে একা,
অকূল সাগরে নিত্য উর্ম্মিকুল
নেত্রপথে যায় দেখা;
হু হু চলে জল, অনন্ত জলধি,
অনন্ত ঘন উচ্ছ্বাস;
শূন্য অন্তরীক্ষে অগাধ অনন্ত
ব্যোমকায় পরকাশ;
পক্ষি-প্রাণি-শূন্য নিখিল গগন,
পক্ষি-প্রাণি-শূন্য সিন্ধু;
জলধি-গর্জ্জন কেবলি নিয়ত,
নাহি অন্য স্বরবিন্দু।

যথা সে অকূল জলধির তীরে
পরাণ আকুল হয় ;
বসিলে একাকী শরীর জীবন
বোধ হয় শূন্যময় ;
সেইরূপ এথা এ মরু-প্রদেশে
প্রবেশি আকুল দেহ
হতেছে আমার, শুন তপোধন,
ইথে পরিত্রাণ দেহ।”
বলিয়া নিরখি হেরি চারি দিক্—
ঋষি নাহি দেখি আর !
নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরুতল
হেরি দামোদরধার !
তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে
আলো করে দুই কূল ;
তেমতি কিরণ তরুর শরীরে
রঞ্জিত করিছে ফুল !
দেখিতে দেখিতে ফিরিনু আবার,
প্রবেশি আপন গেহে ;
পুনঃ সে ধরার আবর্ত্তে পড়িয়া
মজিনু জটিল স্নেহে।

সমাপ্ত